NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ চূর্ণবিচূর্ণ ডায়মন্ড হারবার মডেল, ফলতার বিশৃঙ্খলায় তোপ অমিত মালব্যর

নির্বাচনের ফলের আগে প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতার বার্তা দিলেন রুদ্রনীল ২

কলকাতা ৪ মে ২০২৬ ২০ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.05.2026, Vol.19, Issue No. 321, 8 Pages, Price 3.00

পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, আজ রায় বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তার পরেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বাংলার ভাগ্য। সোমবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। রাজ্যের বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রে একযোগে ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিট খুলে শুরু হবে হিসাবনিকাশ। ইভিএমের সঙ্গে সঙ্গে পোস্টাল ব্যালটের ফলও নির্ধারণ করবে চূড়ান্ত চিত্র। দীর্ঘ প্রচার, রাজনৈতিক তরজা, অভিযোগ-পালটা অভিযোগ আর টানটান উত্তেজনার পর শেষ উত্তর মিলবে এদিনই। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি এদিকে নজর রয়েছে জাতীয় রাজনীতিরও। টানা তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি আবারও নবান্নের মসনদ ধরে রাখতে পারবেন, নাকি ক্ষমতার পালাবদলের পথে যাবে বাংলা, সেই উত্তরে চোখ রয়েছে তামাম দেশেরই।

গণনা ঘিরে এবার কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, প্রতিটি গণনা কেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে কড়াভাবে কার্যকর থাকবে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১৬৩ ধারা। ওই এলাকার মধ্যে জমায়েত, বিক্ষোভ কিংবা অযাচিত ভিড় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিরাপত্তার জন্য তৈরি হয়েছে তিন স্তরের বলয়। প্রথম স্তরে থাকবেন কলকাতা পুলিশের লাঠিধারী বাহিনী ও সার্জেন্টরা, দ্বিতীয় স্তরে কলকাতা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ মোতায়েন, আর তৃতীয় স্তরে থাকবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। এই বলয় পেরিয়ে তবেই গণনাকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি মিলবে। গণনাকর্মী, সরকারি কর্মী, প্রার্থী ও কাউন্টিং এজেন্টদের সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রে ঢুকে যেতে হবে। তার পরে আর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ভিতরে মোবাইল ফোন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকী, সিগারেট-লাইটারও নিয়ে যাওয়া যাবে না। সঙ্গে রাখা যাবে কেবল একটি সাদা কাগজ ও একটি কলম। কাউন্টিং এজেন্টদের পরিচয়পত্রেও এবার সংযুক্ত হয়েছে কিউআর কোড, যা স্ক্যান করে তবেই ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। সংবাদমাধ্যমের জন্যও নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করা হয়েছে। দ্বিতীয় নিরাপত্তা বলয়ের পরে সাংবাদিকদের বসার ব্যবস্থা থাকবে। সেখান থেকেই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকেরা নিয়মিত আপডেট দেবেন। নির্দিষ্ট সময়ে সীমিত সংখ্যক সাংবাদিককে গণনাকেন্দ্রে নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে ছবি তোলার সুযোগও দেওয়া হতে পারে।

সকালেই সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাঁর অনুমোদিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে স্ট্রং রুমের সিল খোলা হবে। সেখানে থাকবেন রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং অবজার্ভার, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও অন্যান্য আধিকারিকেরা। প্রথমে বার করা হবে পোস্টাল ব্যালট, তার গণনা চলবে আলাদা ঘরে। সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে একে একে ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিট এনে গণনা টেবিলে তোলা হবে। প্রতিটি টেবিলের চারপাশে থাকবে নিরাপত্তা বলয়। ভিতরে গণনাকর্মীরা, বাইরে রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টরা। জাতীয় দলের প্রতিনিধি, তার পরে রাজ্য দলের, তারপর নির্দল ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের বসার সুযোগ দেওয়া হবে।

ফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও এবার থাকছে বাড়তি কড়াকড়ি। প্রতি রাউন্ডের ফল প্রথমে ট্যাবুলেশন টেবিলে পাঠানো হবে। সেখান থেকে যাচাইয়ের পর তা দেখবেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার। এরপর রিটার্নিং অফিসারের সই এবং তারপর কাউন্টিং অবজার্ভারের অনুমোদন ছাড়া কোনও ফল বাইরে জানানো যাবে না। অতীতে এজেন্টদের মাধ্যমে আগাম ফল বাইরে চলে যাওয়ার অভিযোগ উঠত। এবার সেই পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করার দাবি কমিশনের। অবজার্ভারের সইয়ের পরই আনুষ্ঠানিক ভাবে ফল ঘোষণা হবে এবং একই সঙ্গে তা কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। ইভিএমের গণনা শেষ হলেও পাশে চলবে পোস্টাল ব্যালটের হিসাব। শেষে ইভিএম ও পোস্টাল ব্যালট মিলিয়েই ঘোষণা করা হবে জয়ী প্রার্থীর নাম। দীর্ঘ গণনার কথা মাথায় রেখে ভিতরে পানীয় জল, শৌচাগার এবং নির্দিষ্ট খাবার গ্রহণের জায়গাও রাখা হয়েছে। কাউন্টিং এজেন্টদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা থাকছে। গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখতে প্রতিটি গণনাকেন্দ্র ও তার ২০০ মিটার এলাকায় বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

শেষ মুহূর্তের বৈঠক মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটগণনার ঠিক আগের দিন ভবানীপুরকে ঘিরে তৎপর তৃণমূল নেতৃত্ব। কালীঘাটে নিজের বাড়িতেই ভবানীপুর কেন্দ্রের তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গণনাকে সামনে রেখে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এবং সতর্কতামূলক নির্দেশ দিতেই এই বৈঠক বলে দলীয় সূত্রে খবর।

সূত্রের খবর, গণনার দিন কীভাবে প্রতিটি রাউন্ডে নজর রাখতে হবে, ইভিএম খোলা থেকে ফল নথিভুক্ত করা; সব দিকেই বিশেষ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এজেন্টদের। কোনও অবস্থাতেই কাউন্টিং টেবিল ছেড়ে না যাওয়া, প্রতিটি ধাপ নোট করে রাখা এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার উপর জোর দিয়েছেন মমতা।

প্রসঙ্গত, এর আগের দিনই গোটা রাজ্যের তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকেও গণনাকেন্দ্রে করণীয় নিয়ে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়। দলীয় সূত্রে দাবি, প্রতিটি কেন্দ্রে যাতে কোনও গাফিলতি না হয়, সে দিকেই বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। ভোটের ফল প্রকাশের আগে শেষ মুহূর্তে এই ধারাবাহিক বৈঠক তৃণমূলের সংগঠনগত প্রস্তুতিকেই স্পষ্ট করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এখন নজর সোমবারের গণনার দিকে; ভবানীপুর-সহ গোটা রাজ্যে কী ফলাফল সামনে আসে, সেটাই দেখার।

শান্তি বজায় রাখুন: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট-পরবর্তী আবহে উত্তেজনা থাকলেও সামগ্রিক পরিস্থিতিকে ‘গণতন্ত্রের সাফল্য’ বলেই চিহ্নিত করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার সল্টলেকে দলীয় দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া ভোট মোটের উপর শান্তিতেই হয়েছে। মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণই তার প্রমাণ।’ তবে অতীতের অভিজ্ঞতার কথা টেনে সতর্কবার্তাও শোনান তিনি। ২০২১-এর ভোট-পরবর্তী অশান্তির পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘কেউ আইন নিজের হাতে তুলবেন না, শান্তি বজায় রাখুন।’ একই সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, ‘মানুষ এই জঙ্গলরাজ থেকে মুক্তি চাইছে।’

সোমবারের গণনাকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর দাবি, ‘যথেষ্ট নিরাপত্তা থাকবে, আগের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে না।’ গণনাকেন্দ্রগুলির শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের বলেও মনে করিয়ে দেন। বুথফেরত সমীক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘সব হিসেব উলটে দিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত ফল আসবে।’ তৃণমূল শিবিরকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘ওরা পরাজয় আঁচ করতে পেরেই অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে।’ ফলতায় পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ইভিএম কারচুপির অভিযোগও তোলেন তিনি। আশ্বাস দেন, ‘নতুন সরকার গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে জনবিরোধী সিদ্ধান্তের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে।’

ভবানীপুর বিধানসভার গণনাকেন্দ্র শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শনে সিআরপিএফের ডিআইজি শংকর দত্ত পাণ্ডে।

ফাঁক নয় গণনাতেও, কড়া বার্তা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোটগণনার আগে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে ফের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। রবিবার রাতে রাজ্যের সমস্ত অবজার্ভার, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও) এবং রিটার্নিং অফিসারদের নিয়ে বৈঠকে বসেন তিনি। কমিশন সূত্রের খবর, গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা, ১৬৩ ধারার প্রয়োগ, বিজয় মিছিলের ভবিষ্যৎ এবং ফলতার পরিস্থিতি; সব কিছু নিয়েই ওই বৈঠকে পর্যালোচনা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বক্তব্য, গণনাকেন্দ্রের তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে কেউ ভিতরে ঢুকে পড়লে বা অনভিপ্রেত কিছু পৌঁছে গেলে তার প্রধান দায় থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর। গণনার দিনে কোনও ফাঁকফোকর রাখা যাবে না বলেও তিনি প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন। রাজ্যের অধিকাংশ জেলার ডিইও-দের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গণনাকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে যে ১৬৩ ধারা বলবৎ রয়েছে, পরিস্থিতি খারাপ হলে সেই সীমা আরও বাড়ানো হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন। অর্থাৎ, প্রয়োজন হলে নিষেধাজ্ঞার পরিধি বাড়ানো হবে। একই সঙ্গে গণনার দিনে বিজয় মিছিল হবে কি না, সে বিষয়েও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ডিইও এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের কাছ থেকে আন্ডারটেকিং নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন সিইও। তাঁর কথায়, তাঁরা নিয়মকানুন পড়ে বুঝে নিয়েছেন। যদি তাঁদের তরফে কোনও ভুল হয়, তবে কমিশন পদক্ষেপ করতে পারবে। গণনার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে।

ফলতার পুনর্নির্বাচন নিয়ে আলাদা করে নজর রাখা হচ্ছে। ২১ মে সেখানে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে অজয়পাল শর্মা দায়িত্বে থাকবেন কি না, তা কমিশন পরে সিদ্ধান্ত নেবে। এই বিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে। ফলতা কেন্দ্র ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করেছেন সিইও। তিনি জানিয়েছেন, ৪ মে ফলাফল ঘোষণার পর ফলতা বিধানসভার ওয়েবকাস্টিং ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। কী ভাবে কোন ঘটনা ঘটেছে, তা পর্যালোচনা করা হবে। কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে যোগসাজশ বা গাফিলতির প্রমাণ মিললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তবে ফলাফলের আগে স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে এখনই সেই ফুটেজ দেখা হচ্ছে না।

গণনার দিনে নিরাপত্তা জোরদার করতে প্রায় ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হচ্ছে। গড়ে প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে প্রায় দু’কোম্পানি করে বাহিনী মোতায়েন থাকবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি ২০২১ সালের লোডশেডিং সংক্রান্ত অভিযোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগেই বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছে কমিশন। যাতে বিদ্যুৎ চলে গেলেও গণনা প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য জেনারেটরেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সঙ্গে আরও একদফা কথা হয়েছে সিইও-র।

ফের বদল কালীঘাট থানার ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার কালীঘাট থানাকে ঘিরে ভোটগণনার আগের দিনও চরম প্রশাসনিক নাটকীয়তা তৈরি হল। মাত্র একদিনের ব্যবধানে পরপর দু’বার বদলে গেলেন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। শনিবার ওসির দায়িত্ব পাওয়া চামেলি মুখোপাধ্যায়কে ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার আগেই সরিয়ে রবিবার নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলাই বাগকে। মাত্র একমাসের ব্যবধানে পাঁচ জন ওসি দেখল কালীঘাট থানা।

দ্বিতীয় দফার ভোটের পর এই আকস্মিক পরিবর্তনের পেছনে অবশ্য রয়েছে বিতর্কের ঝড়। পূর্বতন ওসি গৌতম দাস সমাজমাধ্যমে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিজের ছবি প্রকাশ করায় তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। তাঁর জায়গায় চামেলিকে বসানো হলেও সেই সিদ্ধান্ত বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত বদলানো হয়েছে। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত বলাই বাগ আগে ভাঙড়ের পোলেরহাট থানায় অতিরিক্ত ওসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শাসক দলের এক নেতা মন্তব্য করেন, এত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে স্থিতিশীলতা দরকার, বারবার বদল উদ্বেগ বাড়ায়। অন্য দিকে, প্রশাসনের একাংশের দাবি, শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভোটগণনার আগের দিন ৯ তৃণমূল নেতাকে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভোটগণনার একদিন আগেই মালদার মোথাবাড়ি-কাণ্ডে সুজাপুরের তৃণমূল প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট আবদুর রহমান-সহ কালিয়াচকের মোট ৯ জন নেতাকে নোটিস পাঠিয়ে তলব করল এনআইএ। রবিবার বিষয়টি জানাজানি হতেই রীতিমতো রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় মালদার কালিয়াচকে। ভোটগণনার প্রাক-মুহূর্তে এনআইএ-র এমন ভূমিকায় বেজায় চটেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। সুজাপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বিষয়টি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে নোংরা রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, গণনার আগে দলের কর্মী ও এজেন্টদের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি দিয়ে এভাবেই ভয় দেখানো হচ্ছে।

রবিবার দুপুর ১২টার মধ্যে মোথাবাড়ির ঘটনায় কালিয়াচকের ৯ জন তৃণমূল নেতাকে এনআইএ-র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট থানায় হাজির হতে বলা হয়েছিল। সেখানেই শাসক দলের ওই সব নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির কর্তাদের। কিন্তু এনআইএ-র নোটিস পাওয়ার পরেও এদিন কালিয়াচকের ওই ৯ জন তৃণমূল নেতা কেউ কালিয়াচক থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাননি। তাঁরা সময় চেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজাপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের নির্বাচনী এজেন্ট এবং মালদা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আবদুর রহমানকে এনআইএ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস পাঠিয়েছে। একইভাবে এদিন কালিয়াচক ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ সারিউল শেখ, কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কামাল হোসেন, সুজাপুরের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হাজি কেতাবুদ্দিন-সহ ৯ জন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মোথাবাড়ি-কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনআইএ-র পক্ষ থেকে নোটিস জারি করা হয়। শনিবার রাতেই এই নোটিস ওই নেতাদের কাছে এসে পৌঁছয়। যেখানে বলা হয়, রবিবার দুপুর বারোটার মধ্যেই সকলকেই কালিয়াচক থানায় হাজির হতে হবে।

মোথাবাড়ি-কাণ্ড

কিন্তু এদিন সকালেই সংশ্লিষ্ট থানার মাধ্যমেই কেউ হাজির থাকবেন না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়।

সুজাপুরের তৃণমূল প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট আবদুর রহমান বলেন, ‘এব্যাপারে আমরা কিছু বলব না। যা বলবে আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব। পুরো বিষয়টি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখছেন।’ সুজাপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মোথাবাড়ির ঘটনা হয়েছিল কালিয়াচক-২ ব্লকে। এদিন যাঁদের নামে নোটিস পাঠানো হয়েছে, তাঁরা কালিয়াচক-১ ব্লকের বাসিন্দা। ওইদিন এঁরা কেউ ছিলেন না। অদ্ভুতভাবে ভোটগণনার প্রাক-মুহূর্তে এঁদের এনআইএ-র পক্ষ থেকে নোটিস পাঠানো হয়েছে।

ওষুধে ধর্মঘট

■ দেশজুড়ে ওষুধ বিক্রেতাদের একাংশ বড় আন্দোলনের পথে। আগামী ২০ মে একদিনের জন্য সব ওষুধের দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এক সর্বভারতীয় ওষুধ সংগঠন। মূল অভিযোগ, অনলাইন ব্যবস্থার দাপটে বিপন্ন হচ্ছে প্রচলিত ওষুধ ব্যবসা এবং জনস্বাস্থ্য। দেশজুড়ে লক্ষাধিক ওষুধের দোকান এই ডাকে সাড়া দিলে জরুরি পরিষেবায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা প্রবল।

নোয়াপাড়ায় বিজেপি নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কুন্দন সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার গভীর রাতের ঘটনা। অভিযোগ, মোটর বাইকে চেপে সশস্ত্র অবস্থায় দুই যুবক হঠাৎ হানা দেয় কুন্দনের গারুলিয়ার দক্ষিণ ডানবার রোডের বাড়ির সামনে। একজন আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে এক রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের হানার ছবি তাঁর বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ঘটনায় আতঙ্কিত কুন্দনের পড়শিরা।

বিজেপি নেতা কুন্দন সিংয়ের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী আকাশ চৌধুরী ওরফে গলু এবং আমন চৌধুরী বাইকে চেপে এসে তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়। গালিগালাজ করার পর তাঁরা এক রাউন্ড গুলি চালায়। তিনি ঘরে বসে গুলির আওয়াজ পান। তাঁর দাবি, রামপ্রসাদ মোড়ে আরও কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল। হামলাকারী আকাশ গারুলিয়ার কাঙালিঘাট এলাকার বাসিন্দা ও আমন গারুলিয়ার দক্ষিণ ডানবার রোডের বাসিন্দা। স্থানীয় তৃণমূল নেতার আশ্রয়ে এরা থাকত। তাঁর দাবি, তাঁকে প্রাণে মারার জন্য ওরা অতর্কিতে হানা দিয়েছিল। তিনি নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

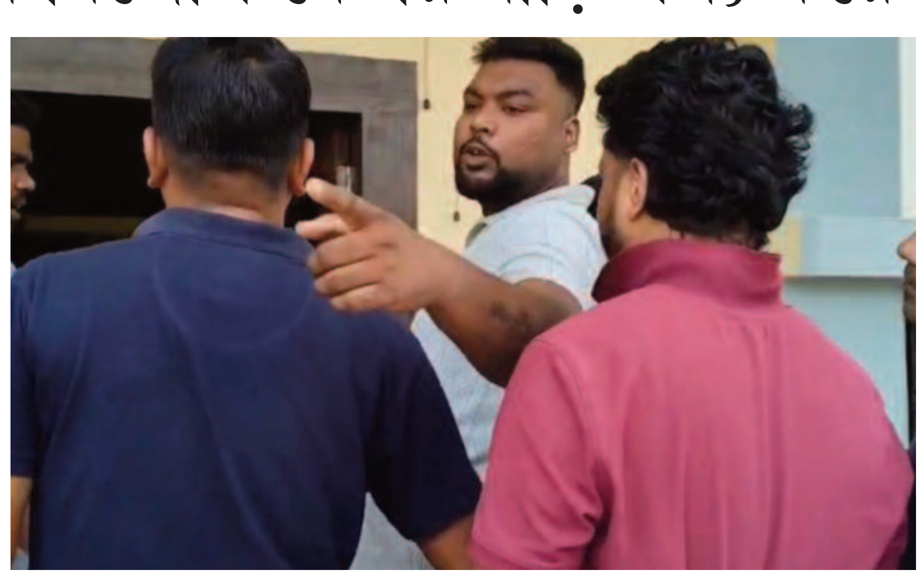

তৃণমূল প্রার্থী সরাসরি যুক্ত, নিশানা অর্জুনের

দলীয় কার্যকর্তার বাড়িতে গিয়ে হামলার ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, শনিবার গভীর রাতে দলের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী আকাশ চৌধুরী ওরফে গলু এবং আমন চৌধুরী গুলি চালিয়েছে। ওখানে এক রাউন্ড গুলি চলেছে। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের দিন এদের আটক করে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছিল। তাঁর দাবি, তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং পার্থ ভৌমিকের নির্দেশে কুন্দনের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। কুন্দন গারুলিয়ার দলীয় কার্যকর্তা। গুলি চালিয়ে কুন্দনকে ভয় দেখানো হয়েছে। ওদের লক্ষ্য, ওখানকার দলীয় কর্মীরা যাতে ভয়ে গণনাকেন্দ্রে না যায়। তাঁর অভিযোগ, ধৃতরা মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এরা অভিষেক যাদব নামে এক কুখ্যাত অপরাধীর সাঙ্গোপাঙ্গ। তাঁর দাবি, গুলি-কাণ্ডে নোয়াপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য সরাসরি যুক্ত। যদিও তৃণমূল নেতা তথা জগদ্দলের তৃণমূল প্রার্থী সোমনাথ শ্যামের দাবি, তদন্তসাপেক্ষ বিষয়। সিসিটিভি ফুটেজ এখনকার নাকি ছয় মাস আগের, সেটা আগে পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 13/03/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 04 নং এফিডেভিট বলে আমি **Kamala Rani Bipra Bedanti** W/o. Subhash Chandra Bipra Bedanti সাং- শিবপুর গান্ধী কলোনী, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (**Suvomoy Bipra Bedanti**) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. D/147, dtd. 18/04/2016, D.O.B. 29.09.1992) আমার সঠিক নাম **Kamala Rani Bipra Bedanti**-এর পরিবর্তে **Kamala Bipra Bedanti** লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি **Kamala Rani Bipra Bedanti** ও **Kamala Bipra Bedanti** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, **রিনা পালধি ঘোষ**, স্বামী- প্রশান্ত কুমার ঘোষ, বয়স প্রায় ৬৫ বছর, ধর্ম- হিন্দু, জাতীয়তা- ভারতীয়, বাসস্থান: ফ্ল্যাট নং ৩-ও, ব্লক-৩, ডোভার ক্যাসেল, লেক ডিসট্রিক্ট ৭৪/১, নারকেলডাঙা মেন রোড, স্বভূমির নিকটে, ভিটিসি ফুলবাগান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৫৪। এতদ্বারা আমি ২ মে ২০২৬ তারিখে লার্নড জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) কলকাতার সমীপে শপথপূর্বক ঘোষণা করছি যে, আমার আধার কার্ড এবং ইনকাম ট্যাক্স পার্মানেন্ট কার্ড অনুযায়ী আমার আসল নাম **'রিনা পালধি ঘোষ'**। কোনও উপযুক্ত আধিকারিক/ দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের কাছে ভবিষ্যতের সমস্ত জটিলতা কাটাতে এবং আমার সঠিক নাম প্রমাণ করতে, আমি উপরিউক্ত হলফনামা দ্বারা আমার সঠিক নাম ঘোষণা করছি অর্থাৎ শুধুমাত্র **রিনা পালধি ঘোষ**।
রিনা পালধি, রিনা ঘোষ এবং রিনা পালধি ঘোষ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ঠা মে। ২০শে বৈশাখ। সোম বার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টত্তরী ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল, মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? **শনিমন্ত্র** পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চূর্ণবিচূর্ণ ডায়মন্ড হারবার মডেল, ফলতার বিশৃঙ্খলায় তোপ দাগলেন অমিত মালব্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬-এর নির্বাচনী দামামা বাজার আগেই তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাটি। ফলতায় শাসকদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিশৃঙ্খলাকে হাতিয়ার করে তথাকথিত 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'-এর কফিনে শেষ পেরেক পুঁতলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। দীর্ঘ সময় ধরে যে মডেলকে উন্নয়নের দিশারি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল, এ দিনের গণ্ডগোল তাকে স্রেফ তাসের ঘরের মতো ধূলিসাৎ করে দিয়েছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের।

তৃণমূলের অন্দরের এই টানাপোড়েনকে কটাক্ষ করে অমিত মালব্য বলেন, তথাকথিত উন্নয়নের মডেল আজ জনসমক্ষে সম্পূর্ণ উন্মোচিত ও চূর্ণবিচূর্ণ। যেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়, সেখানে সুশাসনের কথা বলা হাস্যকর। তাঁর মতে, ফলতার এই নৈরাজ্যই প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষের সুরক্ষার চেয়ে পেশিশক্তির দাপটই এখন ওই এলাকার আসল পরিচয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের কেন্দ্রভুক্ত এলাকায় এই অস্থিরতা রাজ্যের শাসকদলের অস্বস্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। মালব্য আরও যোগ করেন, মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে দীর্ঘক্ষণ কোনো ফাঁপা মডেলকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এই ঘটনা আগামী দিনে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের মেরুকরণ ও নির্বাচনী কৌশলে বিশেষ প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। ডায়মন্ড হারবার ঘিরে যে নিশ্ছিদ্র শৃঙ্খলার দাবি করা হতো, ফলতার ঘটনা তাকে কার্যত প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিল।

নির্বাচনের ফলের আগে প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতার বার্তা দিলেন রুদ্রনীল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গণনার ঠিক আগের দিনে হাওড়ার দুই কেন্দ্রে দুই ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল। শিবপুরে প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ রামরাজাতলার রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তাঁর কথায়, এই মন্দির থেকেই আমার প্রচার শুরু হয়েছিল, তাই ফলের আগে এখানে এসে প্রার্থনা করলাম। তিনি আরও বলেন, শুধু নিজের জন্য নয়, গোটা বাংলার মানুষের মঙ্গল কামনায় আমি পুজো করেছি।

অন্যদিকে উত্তর হাওড়ায় প্রার্থী উমেশ রায় কৃতজ্ঞতা মিছিল করেন। সালকিয়ার হরগঞ্জ বাজার থেকে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে তিনি পদযাত্রা করেন এবং ভোটদানে অংশ নেওয়া মানুষের প্রতি ধন্যবাদ জানান। উমেশ রায় বলেন, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আত্মবিশ্বাসী সুরে তিনি আরও যোগ করেন, এই ভোটদানই সমর্থনের ইঙ্গিত। তবে ফল নিয়ে সংযত অবস্থানও স্পষ্ট তাঁর কথায়; তআগামীকাল যে ফলই আসুক, আমরা তা মেনে নেব।দ ফল ঘোষণার আগে এই দুই ভিন্ন ভঙ্গি; একদিকে প্রার্থনা, অন্যদিকে জনসংযোগ; রাজনৈতিক আবহে প্রত্যাশা ও অনিশ্চয়তার মিশ্র ছবি তুলে ধরল। এখন নজর গণনার ফলে।

হস্টেলে পড়ার পরিবেশ গড়তে নতুন উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিনের অভিযোগের পর অবশেষে হস্টেল সংস্কারে বড়সড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু মেরামতি নয়, পড়ুয়াদের জীবনযাত্রা আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ও শিক্ষাবান্ধব করতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ, প্রতিটি হস্টেলে ছোট আকারের গ্রন্থাগার গড়ে তোলা। সেখানে সাহিত্য থেকে বিজ্ঞান; বিভিন্ন ধরনের বই ও পত্রিকা রাখা হবে। এক কর্তার কথায়, হস্টেলের ভেতরেই পড়ার পরিবেশ তৈরি হলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। সম্প্রতি একটি হস্টেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ বাড়ে। সেই প্রেক্ষিতেই সংস্কারের তাগিদ জোরদার হয়েছে। বোর্ডের সচিব আশিস মিস্ত্রি জানান, জানুয়ারি থেকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। ভোট মিটলেই মে মাসে কাজ শুরু হবে, জুনের আগেই অধিকাংশ শেষ করার লক্ষ্য। সংস্কারের আওতায় আলো, পাখা, শয্যা বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি নজরদারির ব্যবস্থাও জোরদার হবে। ছাত্র সংগঠনগুলির মতে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে পড়ুয়াদের বহুদিনের সমস্যার সমাধান হবে।

গণনাকর্মীদের তথ্য সংগ্রহে শাসক ঘনিষ্ঠ সংগঠন, কমিশনে নালিশ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট গণনার মাহেন্দ্রক্ষণে নির্বাচনী স্বচ্ছতা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ আনল সরকারি কর্মীদের সংগঠন 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'। অভিযোগের আঙুল শাসকদল ঘনিষ্ঠ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের দিকে। মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের দাবি, নিয়মবহির্ভূতভাবে গণনাকর্মীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্য সংগ্রহ করছে ওই সংগঠন, যা নির্বাচনী নিরপেক্ষতাকে বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এই ঘটনাকে গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে ভাস্কর ঘোষ বলেন, তৃণমূল ঘনিষ্ঠ সংগঠন যেভাবে গোপনীয় তথ্য হাতানোর চেষ্টা করছে, তাতে গণনাকর্মীদের ওপর অনৈতিক চাপ সৃষ্টির আশঙ্কা প্রবল। সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায় হিসেবে এই প্রবণতাকে চিহ্নিত করে তিনি আরও বলেন, প্রশাসনিক স্তরে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ রুখতে না পারলে জনমতের সঠিক প্রতিফলন হওয়া অসম্ভব। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে ইমেইল মারফত এই গুরুতর বিষয়ের প্রতিকার চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছে মঞ্চ।

ভোটের সময় রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেসের উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের সময় রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার অভিযোগ করেন, বিভিন্ন জেলায় স্ট্রং রুম ঘিরে প্রতিদিনই অশান্তির পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, যা এই মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কা ক্রমশ বাড়াচ্ছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দপ্তরে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি এদিন বলেন, প্রচারের সময় বিজেপি নেতৃত্বের সভায় হেলিকপ্টার নামাতে কোনও বাধা না থাকলেও কংগ্রেস নেতাদের ক্ষেত্রে বারবার অনুমতি নাকচ বা বিলম্ব করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এই দাবিকে খারিজ করে তিনি আসানসোলে কংগ্রেস কর্মী দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়ের খুন, ভোটারদের ভয়ভীতি এবং বাধার প্রসঙ্গ তোলেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির এবং রাজ্য পুলিশ তৃণমূলের পক্ষে কাজ করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। উল্লেখ্য, বহু বৈধ ভোটার ভোট দিতে পারেননি বলে দাবি করেন শুভঙ্কর সরকার। তাঁর বক্তব্য, এটি গণতন্ত্রের লজ্জাজনক অধ্যায়।

হিমাদ্রি স্পেশ্যালিটি কেমিক্যালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক ফলাফল

কলকাতা: হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেড ৩১ মার্চ সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বছরের ফলাফল ঘোষণা করেছে। ফলাফল এবং পারফরম্যান্স সম্পর্কে মন্তব্য করে, হিমাদ্রি স্পেশ্যালিটি কেমিক্যাল লিমিটেডের সিএমডি ও সিইও, অনুরাগ চৌধুরী বলেছেন, ২০২৬ এমন একটি বছর যেখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কার্যকর হয়েছে, হিমাদ্রিকে রেকর্ড ফলাফলের সঙ্গে আলাদা করেছে। কনসোলিডেটেড ভিত্তিতে, কোম্পানি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অতিক্রম করেছে, ১,০০৬ কোটির সর্বোচ্চ-বার্ষিক ইবিআইটিডিএ রেকর্ড করেছে। যা ১৯ শতাংশ বছরের পর বছর বৃদ্ধি, ১,০০১ কোটির পিবিটি ২৪ শতাংশ বছরের পর বছর বৃদ্ধি, এবং ৭৫৫ কোটির পিএটি, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি। এই ফলাফলগুলি বছরের পর বছর কৌশলগত শৃঙ্খলা, অপারেশনাল এক্সিলেন্স এবং স্টেকহোল্ডারদের অব্যাহত বিশ্বাসকে তুলে ধরে। ২৩ এপ্রিল হিমাদ্রি পশ্চিমবঙ্গের মাহিস্তিক্রিতে ২০০ এমটিপিএ প্রাথমিক ক্ষমতা সহ তার প্রথম অ্যানোড উপাদান উৎপাদন সুবিধা চালু করার মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। এই সুবিধাটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে হিমাদ্রির অভ্যন্তরীণ রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট- এর মাধ্যমে অ্যানোড কেমিস্ট্রির উপর বিকশিত প্রযুক্তির সম্পূর্ণ স্ট্যাককে প্রতিনিধিত্ব করে।

গণনার আগে সীমান্তে কড়া নিয়ন্ত্রণ, যাতায়াতে কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট গণনার প্রাক্কালে নিরাপত্তা জোরদার করতে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কড়া বিধিনিষেধ জারি হল। প্রশাসনের নির্দেশে ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত একাধিক সীমান্তে বাণিজ্যিক যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়জুড়ে কোনও পণ্যবাহী যানবাহন সীমান্ত পেরোতে পারবে না। তবে জরুরি পরিষেবা ও বিশেষ পরিস্থিতিতে ছাড় রাখা হয়েছে। এক প্রশাসনিক কর্তার বক্তব্য, চিকিৎসা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে ছাড় থাকবে, তবে কড়াভাবে নথি যাচাই করা হবে। যেসব পর্যটক বা কর্মসূত্রে বাইরে থাকা নাগরিক ফিরতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রেও অনুমতি রয়েছে, তবে শর্তসাপেক্ষে। সীমান্তে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে প্রভাব পড়েছে সীমান্তবর্তী এলাকার ব্যবসায়। কালচিনি এলাকার এক ব্যবসায়ী রাজেশ প্রধান বলেন, সকাল থেকেই বাজার কার্যত ফাঁকা, দু'দিন এভাবে বন্ধ থাকলে বড় ক্ষতির মুখে পড়ব। গণনার আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই কঠোর পদক্ষেপ; এমনটাই প্রশাসনের ব্যাখ্যা।

জল থইথই...। ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

গণনাকেন্দ্রে সিস্টেম হ্যাক করার জন্য রাজীব কুমারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুরে ভোট গণনা কেন্দ্রে তথ্য হ্যাকিংয়ের আশঙ্কা করছেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, গণনা কেন্দ্রে কম্পিউটারে ডেটা এন্ট্রিতে হ্যাকিং করা হবে। সেইজন্য ব্যারাকপুর ও দমদমে রাজীব কুমারকে ময়দানে নামানো হয়েছে। কারণ, উনি আইটি ভালো বোঝেন। তিনি দাবি করেছেন, বিডিও কিংবা এসডিও অফিসের অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করে গণনা কেন্দ্রের তথ্য হ্যাকিংয়ের পরিকল্পনা চলছে। রবিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, সারদা চিটফান্ডের সমস্ত তথ্য লোপাটের নায়ক রাজীব কুমারকে এবার ব্যারাকপুর ও দমদমে সিস্টেম হ্যাকিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি এবং রাজীব কুমারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, উনি এখন ডিজি নন। ওনার কথা পুলিশ আর শুনবে না। গণনায় কারচুপি রুখতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন। তাঁর দাবি, সিস্টেম হ্যাক করার জন্য রাজীব কুমারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে গণনায় সিস্টেম হ্যাক করার জন্য। এদিন তিনি দাবি করেন, ভোট লুঠ করতে ব্যর্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই গণনায় কারচুপির চেষ্টা চলছে। তাঁর অভিযোগ, কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুকর্না রায়-সহ সুমন নামে আরও একজনকে ব্যারাকপুরে গণনা কেন্দ্রে ডেটা এন্ট্রি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে জানানো হয়েছে। নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সংযোজন, তৃণমূল শিক্ষক সেলের সঙ্গে যুক্ত বলরাম সরকার, সইফউদ্দিন, শুভ্রাংশু সিনহা এঁদেরকে নির্বাচনের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফের এঁদেরকে গণনা কেন্দ্রে নিয়োগের চেষ্টা চলছে।

ক্যানিংয়ে হামলার অভিযোগ, গণনার আগে বাড়ল উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং: ভোট মিটলেও অশান্তির আঁচ কমেনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। গণনার আগের রাতে বিজেপি সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ইটখোলা অঞ্চলের মধুখালিতে আক্রান্ত হন এক মহিলা-সহ চারজন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ঘটনার সময় গুলির শব্দও শোনা গিয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ এখনও নিশ্চিত নয়। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। আক্রান্তদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে আচমকা বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর ও মারধর চালানো হয়। বিজেপি কর্মী ভোলানাথ মণ্ডলের কথায়, সাড়ে এগারোটা নাগাদ হামলা হয়। চারজন আহত।

ছ'বার গুলি চালানো হয়েছে, তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। এক মহিলা আক্রান্তের অভিযোগ আরও তীব্র। তাঁর বক্তব্য, আমি বাধা দিতেই আমাকে হুমকি দেয়। পরে মারধরও করা হয়। বলেছে, ফল বেরোলে আমাকে এলাকা ছাড়তে হবে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলেই দাবি আক্রান্তদের। যদিও শাসকদলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এলাকায় নতুন করে অশান্তি এড়াতে পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় গঙ্গায় ফিরছে মাছের বৈচিত্র্য, তবু চিন্তা রয়ে গেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ অবহেলা ও দূষণের ধাক্কায় একসময় প্রাণশক্তি হারাতে বসেছিল গঙ্গা। কমে গিয়েছিল দেশি মাছের ভাণ্ডার। কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষা নতুন আশার বার্তা দিচ্ছে। গত শতকের শেষ দিকে যেখানে প্রজাতির সংখ্যা নেমে গিয়েছিল ১১০, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩০। এর মধ্যে বিপুল অংশই দেশজ মাছ।

গবেষকদের মতে, নদী পুনরুদ্ধারে ধারাবাহিক উদ্যোগই এই পরিবর্তনের মূল কারণ। বিশেষ করে সংরক্ষণ ও পোনা ছাড়ার কর্মসূচি ফল দিয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় নদীর প্রাণ ফেরাতে পেরেছি, এটা বড় সাফল্য। ফারাক্কা থেকে মোহনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাছের বংশবিস্তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকী যেখানে একসময় ইলিশের দেখা পাওয়া কঠিন ছিল, সেখানেও এখন তার উপস্থিতি ধরা পড়ছে। তবে আশার ছবির পাশেই রয়েছে সতর্কবার্তা। কিছু বিদেশি প্রজাতির মাছের বাড়বাড়ন্ত ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি আনন্দের খবর, কিন্তু দূষণ পুরোপুরি না কমলে এই সাফল্য টেকসই হবে না। তাঁর আশঙ্কা, নিয়ন্ত্রণ না থাকলে দেশি ছোট মাছ একদিন হারিয়েও যেতে পারে। সব মিলিয়ে গঙ্গার জলে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলেও, এই সাফল্য ধরে রাখতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

২০ মে ওষুধের দোকান বন্ধের ডাক, অনলাইন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশজুড়ে ওষুধ বিক্রেতাদের একাংশ বড় আন্দোলনের পথে। ২০ মে একদিনের জন্য সব ওষুধের দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগগিস্ট। মূল অভিযোগ, অনলাইন ব্যবস্থার দাপটে বিপন্ন হচ্ছে প্রচলিত ওষুধ ব্যবসা এবং জনস্বাস্থ্য। সংগঠনের বক্তব্য, ওষুধ কোনও সাধারণ পণ্য নয়।

এখানে সুরক্ষা বিধি ভাঙলে সরাসরি মানুষের জীবনে প্রভাব পড়ে।

তাঁদের দাবি, অনলাইনে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ পৌঁছে যাচ্ছে, যা বিপজ্জনক প্রবণতা তৈরি করছে। আরও অভিযোগ, বাজারে অস্বাভাবিক ছাড়ের প্রতিযোগিতা তৈরি করে দাম ও গুণমান; দু'দিকেই অস্থিরতা আনছে এই নতুন ব্যবস্থা। এক নেতা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, চাল-ডালের সঙ্গে ওষুধের তুলনা করা যায় না। মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হোক। তবে এই ধর্মঘট নিয়ে মতভেদও রয়েছে। অন্য এক সংগঠনের প্রতিনিধির কথায়, আমরা অনলাইন ব্যবস্থার বিরোধী, কিন্তু দোকান বন্ধ করলে সাধারণ মানুষই বিপাকে পড়বেন। দেশজুড়ে লক্ষাধিক ওষুধের দোকান এই ডাকে সাড়া দিলে জরুরি পরিষেবায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা প্রবল। ফলে রোগী ও তাঁদের পরিবারের উদ্বেগ এখন থেকেই বাড়ছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৪ মে ২০২৬, ২০ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার

গণনায় স্বচ্ছতার দাবি শশীর

■ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বাজার অনেক আগেই রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। বিশেষত, যেখানে মতদানের যন্ত্রগুলি সংরক্ষিত থাকে, সেই সুরক্ষিত কক্ষের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও জোরালো প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। দলের বর্ষীয়ান নেত্রী তথা মন্ত্রী শশী পাঁজা এদিন সরাসরি নির্বাচন পরিচালন কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা এবং সদিচ্ছাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। জনমতের সুরক্ষা প্রসঙ্গে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে শশী পাঁজা বলেন, যেখানে সাধারণ মানুষের পবিত্র রায় সংরক্ষিত থাকে, সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা থাকা কাম্য নয়। আমরা চাই প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়। তিনি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর কোনো ফাঁকফোকর বরদাস্ত করা হবে না। জনমতের সুরক্ষায় আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের অনেক আগেই এই ধরনের কড়া অবস্থান নিয়ে তৃণমূল আসলে প্রতিপক্ষ এবং নির্বাচন পরিচালনকারীদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ বজায় রাখতে চাইছে।

কমিশনের দরজায় সরব বামেরা

■ ভোটের ফল প্রকাশের প্রাক্কালে নির্বাচন পরিচালনার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে সরাসরি কমিশনের দরজায় কড়া নাড়ল সিপিআই (এম)। দলের পক্ষ থেকে প্রাক্তন সাংসদ শমীক লাহিড়ি একটি কড়া চিঠি লিখে একাধিক দাবি পেশ করেছেন। বামেদের প্রধান দাবি হলো, সতেরো-সি (১৭সি) ফর্মের তথ্য অবিলম্বে জনসমক্ষে আনতে হবে, যাতে বুথভিত্তিক ভোটের সঠিক হিসাব নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা না থাকে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার ওপর জোর দিয়ে শমীক লাহিড়ি বলেন, ভোট গণনার আগেই প্রতিটি বুথের প্রকৃত হিসাব আপলোড করা জরুরি। স্বচ্ছতা না থাকলে জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অবকাশ থেকে যায়। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতীতে ভোট দেওয়ার হারের সঙ্গে চূড়ান্ত গণনার তথ্যে বিস্তর ফারাক দেখা গিয়েছিল, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগের। বামেদের পক্ষ থেকে ভিভিপ্যাট স্লিপ গণনাকেও অগ্রাধিকার দেওয়ার জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

তৃণমূলকে আক্রমণ তাপসের

■ গণনার প্রাক্কালে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও চড়ালেন মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। রবিবার শহরের একাধিক গণনা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে তিনি সরাসরি তৃণমূল নেতৃত্বকে নিশানা করেন। বিশেষত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে প্রশ্ন তোলেন, এত কথা বলার পরও তিনি বাইরে কেন? কেন এখনও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি?

স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে অবশ্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, আধা-সামরিক বাহিনী অত্যন্ত কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করছে, এমন নজির আগে কমই দেখা গেছে। একই সঙ্গে অতীতের নির্বাচন প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, আগে বহুবার শাসকদলের মদতে ভোট লুঠ হয়েছে, মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের সাম্প্রতিক কর্মসূচিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তাপস। তাঁর দাবি, এসবই আসলে নাটক, বাস্তবে মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়েও তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ওটা উন্নয়নের উদাহরণ নয়, ওটা গায়ের জোরের রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

ভবানীপুরের গণনাকেন্দ্র সাখাওয়াতে উত্তেজনা, গাড়ি ঢোকা ঘিরে প্রশ্ন

নিজস্ব পরতিবেদন, কলকাতা: ভোটগণনার প্রাক্কালে দক্ষিণ কলকাতার সাখাওয়াত বিদ্যালয় চত্বরে রবিবার সকালেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের একাংশ অভিযোগ তোলেন, একটি রাজনৈতিক চিহ্নযুক্ত গাড়ি কোনও পরীক্ষা ছাড়াই ভেতরে প্রবেশ করেছে। তাঁদের কথায়, একটা সাধারণ দু'চাকাও যেখানে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে, সেখানে ওই গাড়ি কীভাবে ঢুকল, তা বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ বাদেই শুরু হয় বিক্ষোভ। উপস্থিত এক কর্মী বলেন, আমরা আপত্তি জানাতেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়, কিন্তু গাড়িটি তখনই সরে যায়। এতে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। আরেকজনের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও এমন ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এটা দুর্ভাগ্যজনক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভেতরে ঢোকা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন স্থানীয় সেনা-অফিসার ছিলেন, যাঁর পরিচয় যাচাই করেই অনুমতি দেওয়া হয়। তবে সেই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের দাবি, বাসিন্দা হলেও গাড়ির ওপর থাকা রাজনৈতিক চিহ্ন উপেক্ষা করা উচিত হয়নি। অভিযোগ, সাখাওয়াতের বাইরের ২০০ মিটার পর্যন্ত এলাকায় জারি ১৬৩ ধারা। তারপরেও সেই এলাকায় বাইরে থেকে কীভাবে ঢুকে পড়ল গাড়ি? এরপরই দুপুর গড়াতেই সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের সামনে পৌঁছে যান কলকাতা বন্দরের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার গণনা পর্যবেক্ষকের দায়িত্বও দিয়েছে দল। পরে সিআরপিএফের ডিআইজি শঙ্কর দত্ত পাণ্ডে পরিদর্শন করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই একই স্থানে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন বিতর্কে পরিস্থিতি আবারও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। যদিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপর পক্ষের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বাংলা বিরোধী গুজরাতি গ্যাং যতই চেষ্টা করুক, এই লড়াই থামবে না: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২১ মে ফলতা বিধানসভার ২৮৫টি বুথেই পুনর্নির্বাচন হবে। ফলে আজ সোমবার রাজ্যের ২৯৩টি আসনের ফল ঘোষণা হলেও ফলতা বিধানসভার ফল ঘোষণা হবে আগামী ২৪ মে। স্বাভাবিকভাবেই ফলতায় ভোট বাতিল ঘিরে উত্তাপ ছড়ায় বঙ্গে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ফলতার বহু ভোটকেন্দ্রে গুরুতর নির্বাচনী অপরাধ হয়েছে। এমনকী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভঙ্গের অভিযোগও রয়েছে। তাই গোটা বিধানসভা কেন্দ্রেরই গত বুধবারের ভোটগ্রহণ বাতিল করা হয়েছে। কমিশনের সিদ্ধান্তের পালটা বার্তায় অভিষেক সরাসরি চ্যালেঞ্জ করলেন নির্বাচন কমিশন সহ বিজেপিকে। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরাসরি পালটা সুরে মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তাঁর কড়া বার্তা, দশ জন্মেও আমার ডায়মন্ড হারবার মডেলকে দমাতে পারবে না। এখানেই থামেননি তিনি। বিরোধীদের উদ্দেশে আরও বলেন, বাংলা বিরোধী গুজরাতি গ্যাং যতই চেষ্টা করুক, এই লড়াই থামবে না। ফলতায় ভোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর কথায়, দিল্লি থেকে যত শক্তশালী শক্তিই আনুন, মানুষের রায়কে দমিয়ে রাখা যাবে না। একইসঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, ক্ষমতা থাকলে ফলতায় লড়ে দেখান। রাজনৈতিক মহলে এই মন্তব্য ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। একদিকে শাসকদলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ বাড়লেও, অন্যদিকে বিরোধী শিবির এই বক্তব্যকে উসকানিমূলক বলেই মনে করছে। ফলতা কেন্দ্রের ভোট বাতিলের প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। এখন নজর, এই বিতর্ক আগামী দিনে নির্বাচনী ফলাফল ও সামগ্রিক রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলে।

আজ ফের দুর্যোগের আশঙ্কা, ভিজবে দুই বঙ্গ

নিজস্ব পরতিবেদন, কলকাতা: গরমের তেজ খানিকটা স্তিমিত। তার জায়গায় রাজ্যের আকাশে এখন মেঘের আনাগোনা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, গণনার দিন ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহবিদদের ব্যাখ্যা, গাঙ্গেয় বঙ্গ ও সংলগ্ন অঞ্চলে ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় হওয়ায় সমুদ্র দিক থেকে বিপুল জলীয়বাষ্প ঢুকছে। তার জেরেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে বেশির ভাগ জেলাতেই দমকা হাওয়া-সহ বৃষ্টি নামতে পারে। রবিবার কলকাতার সর্বাধিত তাপমাত্রা ছিল ৩১ ডিগ্রি। আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে সর্বত্র। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দাপটও থাকবে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনায় সোমবারের পর মঙ্গলবারও ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার পর্যন্ত বাকি জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার।

উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগ চলছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে আজ ভারী বৃষ্টি (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার) হতে পারে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতাও রয়েছে। উত্তরের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। সোমবার ও মঙ্গলবার মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। দেশজুড়েও চলতি মাসে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত মিলেছে। ফলে ভোট-পরবর্তী আবহে যেমন রাজনীতি উত্তপ্ত, তেমনই প্রকৃতিও যেন নিজের ছন্দে নতুন সুর তুলছে।

গণনাকেন্দ্র নিয়ে গোপনীয়তা ভাঙার অভিযোগ, কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার ভোটগণনা ঘিরে গুরুতর অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, গণনার দায়িত্বে থাকা একাধিক আধিকারিক নিজেদের নিযুক্তি সংক্রান্ত সূদ তথ্য সংগঠন বা সমিতির কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন;কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও চাপের মুখে। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, আমার নজরে এসেছে, কিছু আধিকারিক তাঁদের দায়িত্ব, অবস্থান এবং পদমর্যাদা পর্যন্ত প্রকাশ করছেন। এমনকী তালিকা তৈরি করে তা ঘুরছে বিভিন্ন মহলে। তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের তথ্য ফাঁস নির্বাচনী বিধির গুরুতর লঙ্ঘন। তিনি আরও বলেন, কোন আধিকারিক কোথায় দায়িত্বে, তা যদি পক্ষপাতদুষ্ট কোনও সংগঠনের হাতে পৌঁছে যায়, তবে প্রভাব খাটানোর আশঙ্কা তৈরি হয়। তাঁর মতে, এতে গণনার নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে এবং সূদ চাপ সৃষ্টি করে ফলাফল প্রভাবিত করার পথ খুলে যায়। এই পরিস্থিতিতে তিনি নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁর আবেদন, অবিলম্বে কঠোর নির্দেশ জারি করে এ ধরনের তথ্য আদানপ্রদান বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি, কারা এই সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করছে, তারও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। ভোটগণনার আগে এমন অভিযোগ রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে।

এছাড়া, পিংলার সাম্প্রতিক প্রশাসনিক তৎপরতাকে কেন্দ্র করে শুভেন্দু নির্বাচন পরিচালনার পদ্ধতির দিকে আঙুল তুললেন। অভিযোগের মূল বিষয়; ভোট গণনার মতো অতি সংবেদনশীল কাজে কেন চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী কর্মীদের নিয়োগ করার পরিকল্পনা চলছে? এই আশঙ্কা থেকেই এদিন সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন তিনি। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে তীব্র আক্রমণ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, গণতন্ত্রের শেষ ধাপে যেখানে মানুষের রায়ের হিসাব হয়, সেখানে অস্থায়ী কর্মীদের ব্যবহার আসলে কারচুপির এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। জনমতের গোপনীয়তা রক্ষা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তিনি আরও যোগ করেন, স্থায়ী সরকারি কর্মীদের বাদ দিয়ে কাদের স্বার্থে এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে? আমরা কোনোভাবেই জনমতের এই অবমাননা হতে দেব না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের অনেক আগেই গণনা প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি নিয়ে শুভেন্দুর এই সক্রিয়তা শাসক ও প্রশাসন; উভয় পক্ষকেই প্রবল চাপে রাখবে। মেদিনীপুরের মাটি থেকে শুরু হওয়া এই আইনি লড়াই আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে কতখানি জোরালো হয়, সেটাই এখন দেখার।

জনমতের সুরক্ষায় লৌহবর্ম, কলকাতায় গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তায় নজিরবিহীন তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গে নির্বাচনী উত্তাপ সচরাচর দেখা গেলেও, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ছক সাজানো হচ্ছে, তার প্রমাণ মিলল কলকাতায়। যেখানে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার বা জনমত সংরক্ষিত থাকবে, সেই সুরক্ষিত কক্ষের প্রবেশপথে রীতিমতো লোহার পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য স্পষ্ট; যেকোনো মূল্যে গণনাকেন্দ্রকে অভেদ্য দুর্গে পরিণত করা। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ঝেড়ে ফেলে এবার জনমতের সুরক্ষায় এক চুল জমিও ছাড়তে নারাজ নির্বাচন পরিচালন কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিশ্ছিদ্র নজরদারির পাশাপাশি এই বিশাল লৌহপ্রাচীর নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এলাকার এক সচেতন নাগরিকের কথায়, গণতন্ত্রের আসল রায় তো এই বাক্সগুলোতেই বন্দি থাকে। কারসাজি রুখতে এমন নিশ্ছিদ্র বর্ম আগে দেখিনি, এটা অবশ্যই ভালো পদক্ষেপ। এক রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবি, ভোট পরবর্তী অশান্তি আর বাক্স বদলের সংস্কৃতি চিরতরে বন্ধ করতে এই কঠোর নজরদারি ভীষণ জরুরি। লোহার দেওয়াল যেন প্রকৃত স্বচ্ছতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। শাসক ও বিরোধী; উভয় শিবিরই এই সুরক্ষাকবচ নিয়ে পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। তবে রাজনৈতিক সংঘাত সরিয়ে রেখে প্রশাসনের এই দৃঢ় পদক্ষেপ ২০২৬-এর নির্বাচনে কতখানি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

বিধাননগর কলেজে পতাকা-কাণ্ডে রণক্ষেত্র স্ট্রংরুম চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপ আছড়ে পড়ল সল্টলেকের বিধাননগর কলেজ চত্বরে। যেখানে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার সুরক্ষিত থাকার কথা, সেই সংরক্ষিত কক্ষ বা 'স্ট্রং রুমের' ঠিক বাইরেই ছড়াল চরম উত্তেজনা। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু; প্রতিপক্ষের শিবিরে জোরপূর্বক নিজেদের দলীয় ঝান্ডা গেঁথে দেওয়া। বিজেপির অস্থায়ী শিবিরের গায়ে তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। গেরুয়া শিবিরের দাবি, শাসকদলের এই ঔদ্ধত্য আসলে বিরোধী কণ্ঠ রোধের এক কুৎসিত প্রয়াস।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক উত্তেজিত বিজেপি কর্মী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, আমাদের বসার জায়গায় গায়ের জোরে নিজেদের ঝান্ডা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রে বিরোধী শিবিরের ওপর এমন আক্রমণ কাম্য নয়, আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব। অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতৃত্বের পালটা দাবি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং সাজানো। মানুষের নজর ঘোরাতে ওরা নিজেরাই অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে, আমাদের পতাকা সর্বত্র সম্মানের সঙ্গেই ওড়ে।

দিনভর এই টানাপোড়েনে বিধাননগর কলেজ সংলগ্ন এলাকায় পুলিশি টহল বাড়াতে হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের গণনা শুরু হওয়ার আগেই খাস সল্টলেকের বুকে এই আধিপত্য বিস্তারের লড়াই আগামী দিনের অশান্তির এক অশনি সংকেত। নিছক পতাকার লড়াই ছাপিয়ে এই সংঘাত আসলে এলাকা দখলের এক বৃহত্তর রূপ নিয়েছে। শাসক ও বিরোধী; উভয় পক্ষই এদিনের ঘটনায় একে অপরের দিকে আঙুল তুলে এলাকা উত্তপ্ত করে রেখেছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের আগে নিট পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি চলছে। *ছবি: অদিতি সাহা*

বালিগঞ্জে জয়ের হ্যাটট্রিক?

আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছেন শোভনদেব!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মহানগরীর অন্যতম হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র বালিগঞ্জ নিয়ে শাসক শিবিরের অন্দরে কোনো দ্বিধা নেই। দলের অন্যতম প্রবীণ সেনাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এদিন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই প্রতিপক্ষকে কড়া বার্তা দিলেন। নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে তিনি যে শুধু অভিজ্ঞ নন, বরং অপরাজেয়; সেই মেজাজই ধরা পড়ল তাঁর শরীরী ভাষায়।

ভোটের ফল নিয়ে নিজের অটল বিশ্বাসের কথা জানিয়ে শোভনদেব বলেন, সাফল্য নিয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, জয়ের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় জনমানসের স্পন্দন তিনি বোঝেন দাবি করে বর্ষীয়ান এই জননেতা আরও বলেন, সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ আর সংগঠনের শক্তির ওপর আমার অগাধ আস্থা রয়েছে। ময়দানে নেমে কাজ করার ফল মানুষ দু'হাত তুলে দেবে। তৃণমূলের এই অভিজ্ঞ নেতার দৃঢ়তা আসলে বালিগঞ্জের ভোটারদের প্রতি এক বিশেষ বার্তা। বিরোধীরা যখন নতুন সমীকরণের খোঁজে ব্যস্ত, তখন 'ঘরের ছেলে' শোভনদেব নিজের জনপ্রিয়তার ওপর ভর করেই বৈতরণী পার হতে চাইছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বয়সের ভার নয় বরং অভিজ্ঞতার ঝুলিই তাঁর আসল হাতিয়ার। লড়াই শুরুর আগেই তিনি যেভাবে জয়ের শতভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, তা বঙ্গ রাজনীতির এই উত্তপ্ত আবহে ঘাসফুল শিবিরের কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। এখন দেখার, বালিগঞ্জের মানুষ তাঁদের এই দীর্ঘদিনের প্রতিনিধির আস্থাকে ভোটের বাক্সে কতটা প্রতিফলিত করে।

ফলের আগে রঙে লেখা ভবিষ্যৎ, বাজারে আগাম জয়োৎসবের উত্তাপ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ফল এখনও বাক্সবন্দি। কিন্তু বাংলার বাজারে সেই ফল যেন আগেই ফেটে বেরিয়েছে; রং হয়ে, গন্ধ হয়ে, উত্তেজনা হয়ে। বড়বাজারে ঢুকলেই বোঝা যায়, এটা আর নিছক কেনাবেচা নয়; এ যেন আগাম বিজয় মিছিলের প্রস্তুতি। কাঁধে বস্তা, হাতে তালিকা; কে কত কেজি রং নেবে তার হিসেব চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। সবুজ আর গেরুয়া; দুই রং যেন দুই দাবিদার, দু'জনেই নিশ্চিত সিংহাসন নিজেদের। ডোমজুড় থেকে আসা এক তৃণমূল কর্মীর চোখে ঝিলিক, জিতব জানি, তাই আগে থেকেই সব নিয়ে যাচ্ছি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে গেরুয়া শিবিরের এক সমর্থক হেসে বললেন, উৎসব থামবে না, আবির কম পড়লে চলবে? কথা বলেই আরও কয়েক বস্তা তোলার নির্দেশ।

বিক্রেতারা যেন এই নাটকের নিঃশব্দ সাক্ষী। তারাচন্দ্র মনোটের কণ্ঠে বিস্ময়, এবার আবির মানে আর দোল নয়, ভোট। প্রতিদিন টন টন যাচ্ছে, তবু কম পড়ছে। পাশে আরেকজন চাপা হেসে বলেন, দাম বাড়ছে, তবু কেউ দরাদরি করছে না; সবাই নিজের জয়ের রংটা আগে কিনে রাখতে চাইছেন। হাওড়ার ছবিটা আরও তীব্র। এক ব্যবসায়ী বললেন, গেরুয়া প্রায় শেষ, সবুজও টিকবে না বেশিক্ষণ। কে জিতবে জানি না, কিন্তু বাজারে দু'পক্ষই এখন বিজয়ী। আসলে এ শুধু রং নয়; এ বিশ্বাসের রং, আগাম আনন্দের রং, আর একটু দম্ভেরও। ফল ঘোষণার আগে বাংলার বাজার তাই এক অদ্ভুত আয়না;যেখানে প্রত্যেকেই নিজের জয়টা আগে দেখে নিচ্ছে।

সম্পাদকীয়

নতুন ভারতের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ রাজ্যের ফলাফল

অপেক্ষার পালা শেষ। আজ তামিলনাড়ু, কেরালা, অসম, পুদুচেরি ও পশ্চিমবঙ্গ, এই পাঁচ রাজ্যের ভোটগণনা। আগামী ৫ বছর কারা থাকবে ওই ৫ রাজ্যের কুর্শিতে তার ফয়সালা আজ। শুধু ওই রাজ্যগুলিই নয়, এর ফলাফলের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ। কারণ, আগামী দিনে ভারতের রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা কোনদিকে মোড় নেবে তার জন্য এই ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরও স্পষ্ট করে বললে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে। কারণ, এই ফলাফলের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। মোদি সরকারের অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এই ফলাফল ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। আপাত দৃষ্টিতে এর সরাসরি কোনও প্রভাব না থাকলেও তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই ৫ রাজ্যের ফল সুদূরপ্রসারী। দেশের মানুষ দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর ধরে দিল্লিতে বিজেপিকে সমর্থন জানিয়ে আসছেন। দেশের সিংহভাগ রাজ্যের মানুষও সবাইকে দেখার পর বিজেপিকেই বেছে নিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একদিকে নতুন ভারতের শ্লোগান, আর একদিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া অথবা মেক ইন ইন্ডিয়ার শ্লোগানে ভর করে আজ ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির দিকে এগিয়ে চলেছে ভারত। যে ভারত চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে, যে ভারত অপারেশন সিঁদুর-এ জবাব দিতে পারে, সেই ভারতকে আরও এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু এরজন্য চাই গোটা দেশের সমর্থন। এটা তেতো হলেও সত্যি যে, এখনও তা বিজেপির কাছে অধরা।এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাই ৫ রাজ্যের মানুষের সমর্থন অত্যন্ত জরুরি। সামনে এসেছে এবার সেই সুযোগ। এই ৫ রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদ পেলে বিধানসভাগুলিতে বিজেপির প্রতিনিধি বাড়বে। ফলে রাজ্যসভায় বাড়বে বিজেপির শক্তি। তখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করাতে পারবে সরকার। কারণ, যে নতুন ভারত গড়ার কাজ শুরু হয়েছে তার কতকগুলি ধাপ এখনও বাকি। যেমন, এক দেশ। এক ভোট, ডিলিমিটেশন বিল, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের মত পরিকল্পনা। যা লাগু করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে মোদি সরকার।

শব্দছক ১৪৯

রবি দাস

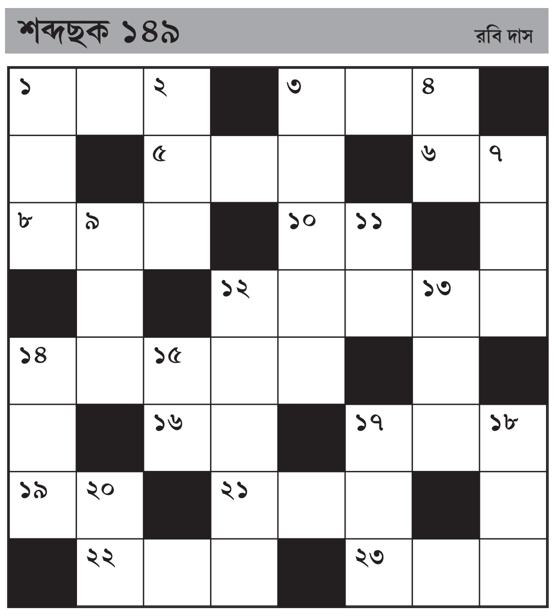

পাশাপাশি: ১. স্পর্ধিত ৩. পথ চলে যে ৫. সাদা রঙের ফুল ৬. লজ্জা ৮. বাহিরে অবস্থিত ১০. আনন্দ ১২. আসামে উৎপন্ন ১৪. মতানৈক্য ১৬. দাগ বা চিহ্ন ১৭. পথ ১৯. আকাশ ২১. উপকারকারীর উপকার স্বীকার করে যে ২২. রঙে রঙে রঙিন ২৩. বহিষ্কারকরণ

ওপর-নিচ: ১. উৎপত্তি ২. ভীত ৩. ভীষণ ইচ্ছা ৪. কদলী ৭. জড়িয়ে রয়েছে যা বা যে ৯. সাহস ১১. কষাটে ছোট রসালো ফল ১২. আরোপ করা হয়ে আছে ১৩. সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কিত ১৪. মনোভাবন ১৫. বিষাক্ত ছোট প্রাণী ১৭. মূর্খতা ১৮. চোখ ২০. প্রত্যুষ

সমাধান ১৪৮ — পাশাপাশি: ১. অন্য ২. সামন্ত ৫. অমর ৬. কেকা ৭. শাপ ৯. বেদনাহত ১১. পরমাদ ১৩. বারেবারে ১৬. রাজকাহিনী ১৮. সখা ১৯. খাপ ২০. বধূ ২১. প্রসিদ্ধ ২২. ভূত

ওপর-নিচ: ১. অভিশাপ ২. সামবেদ ৩. মরদ ৪. ডাকাত ৬. কেহ ৮. পর ১০. নাগারে ১২. মালিকা ১৩. বানীবদ্ধ ১৪. বাস ১৫. রেখাঙ্কিত ১৬. রাখাল ১৭. জপ

আজকের দিন

- ১৯৯০ — লাতভিয়ান এসএসআর-এর সর্বোচ্চ সোভিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে।
- ২০০০ — আই লাভ ইউ ভাইরাস দ্রুত ৫.৫ কোটি কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে।
- ২০০৮ — নার্গিস ঘূর্ণিঝড়ের ফলে মিয়ানমারে ব্যাপক ধ্বংস হয়।

জন্মদিন

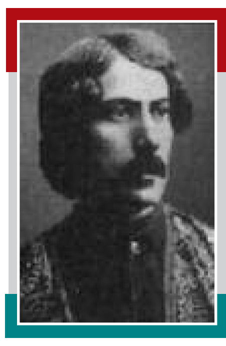

১৮৪৯ *কবি ও অঙ্কনশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*

১৯৪২ *শিল্পপতি স্যাম পিত্রোদার জন্মদিন।*

১৯৫৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা টিনু আনন্দের জন্মদিন।*

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

টার্নকোট

অশোক সেনগুপ্ত

স্থূল অর্থে 'টার্নকোট' কথাটার বাংলা অর্থ দলবদলু, সুবিধাবাদী, বা বিশ্বাসঘাতক। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অধিকাংশই মুখিয়ে আছেন। রাজনীতিতে ঘাসফুলের একাংশ প্রায় প্রতি মুহূর্তে হিসেব কষছেন। প্রয়োজনে মাহেন্দ্রক্ষণে টুপ করে দেওয়াল টপকে ওপারে যাওয়ার পথ তৈরি করে রাখতে।

পালাবদল হলে ঘাসফুল থেকে কতদিনে, কতজন পদ্মশিবিরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, তাঁদের কতজন সফল হতে পারেন, তা নিয়েও শুরু হয়েছে চর্চা। ইতিমধ্যে, বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কথায় পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে ঘাঁটি গেঁড়ে বসে থাকা, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সঙ্গে তৃণমূলনেত্রীর স্নেহধন্য দুই প্রভাবশালী নেতা-মন্ত্রী সুজিত বসু ও অরূপ বিশ্বাসের বৈঠকের খবর সামাজিক মাধ্যমে খবর হয়েছে। বাতাসে ভাসছে আরও কিছু নাম।

সুতরাং, ফলপ্রকাশের পর আরও নাটকের অপেক্ষায় রয়েছেন কৌতূহলিরা। ১৯৬৭ নাগাদ সিপিআই থেকে সিপিএমে এসে বিধায়ক হয়েছিলেন ওমর আলি। পরে পাঁশকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যানও হন।

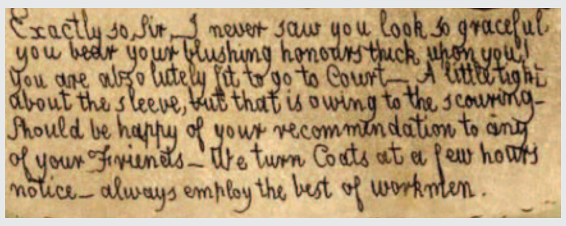

দলত্যাগী হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি এক আনুগত্য বা আদর্শ থেকে অন্যটিতে আনুগত্য পরিবর্তন করেন। বিরোধী পক্ষ বা দলে যোগ দিয়ে মূল উদ্দেশ্যকে বিশ্বাসঘাতকতা করেন বা পরিত্যাগ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভূত 'টার্নকোট' বলতে এমন বিশ্বাসঘাতক বা পলাতক সৈন্যকে বোঝায় যে পক্ষ পরিবর্তন করেছে। প্রায়শই আক্ষরিক অর্থেই নিজের আসল আনুগত্য বা দলের প্রতীক লুকানোর জন্য নিজের কোট উল্টো করে পরে। তার প্রাক্তন প্রভুর প্রতীকচিহ্ন লুকানোর জন্য। কেবল সামরিক ক্ষেত্র নয়, পরবর্তীকালে এই সুবিধাবাদীদের সক্রিয়তা প্রসারিত হয়েছে রাজনীতির গণ্ডী ছাড়িয়ে বুদ্ধিজীবী, প্রশাসকদের মধ্যেও। সঙ্গের ছবিতে দেওয়া উক্তিটি যথেষ্ঠ ইঙ্গিতবাহী।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জমানার শেষে বামজোট আসার ঠিক পর সেই অর্থে তত বেশি 'টার্নকোট' দেখা যায় নি। যা দেখা গিয়েছে, বামেদের ৩৪ বছরের রাজত্বের অবসানের পর।

জীবিত প্রথম শ্রেনীর রাজনীতিকদের অন্যতম সিপিএমের রবীন দেবের রাজনীতিতে হাতেখড়ি পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চম শ্রেনিতে পড়ার সময়। ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটে এজেন্ট হয়েছিলেন। ১৯৬৫-তে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা পর্যন্ত পাকিস্তানে রাজনীতি করেছেন। এখন বয়স ৭৮। তাঁর দাবি, দলবদলের রেকর্ড তৈরি হয়েছে এই তৃণমূল আমলে। প্রথমে প্রভাবশালী মন্ত্রী, দাপুটে কৃষকনেতা, সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা মাননীয়ার চরণতলে আশ্রয় নিয়ে তৃণমূলের মন্ত্রী হয়ে যান। এককালের বাম প্রভাবশালী বা তাঁদের পরিবারের শরিকদের শিবির বদল প্রসঙ্গে তাঁর দেওয়া তালিকাটা অবশ্য খুব একটা ছোট নয়। ১৯৭৭ সালে বিধানসভার প্রথম স্পিকার ছিলেন মনসুর হবিবুল্লা। ওই পরিবারের সৈয়দ সাইদুল্লা ছিলেন কট্টর বামপন্থী, 'নবান্ন' পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু হবিবুল্লার জামাই নূরে আলম চৌধুরী তৃণমূলে এসে বিধায়ক হন। পরিবারের মমতাজ সঙ্ঘমিত্রা তৃণমূলে যোগ দেন, সাংসদ হন। সিপিএম সাংসদ মনোরঞ্জন হাজরা ও রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক তৃণমূলে যোগ দিয়ে জনপ্রতিনিধি হন।

রবীনবাবুর কথায়, ২০১৩-তে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের পর মূলত শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরের কংগ্রেস ও বাম নেতৃবৃন্দ তৃণমূলে যোগ দেন। যাঁদের অন্যতম গাজোলের বিধায়ক দিপালী দাস। মইনুল হাসান ছিলেন রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্য। তিনি এবং রাজ্যসভার সদস্য ঋতব্রত ব্যানার্জি বিভিন্ন অভিযোগে দুষ্ট হয়ে বহিষ্কৃত হওয়ায় ঘাসফুলে যোগ দেন। বাম থেকে ঘাসফুলে আগত অপর দুই (এই আমলের) মন্ত্রী হলেন উদয়ন গুহ ও পরেশ অধিকারী।

'আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি সুসংবদ্ধ দল' থেকেই যদি এত 'টার্নকোট' বার হয়, তাহলে তৃণমূল যদি ডোবে কী হাল হবে? অনেকের ধারণা, 'প্লাবন বইবে!' এরকমই পা বাড়িয়ে রাখা এক আঞ্চলিক তৃণমূল নেতা এই প্রতিবেদককে বললেন, 'বেনো জল যাতে না ঢোকে, তার জন্য আরএসএস-বিজেপি ইতিমধ্যে আগাম সতর্কতা নিয়েছে।' মানুষ কিন্তু অপেক্ষা করছে ওই দলবদল নিয়ে সার্কাস দেখার জন্য।

মমতা পুলিশের উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষুতে হতভম্ব স্বজন!

সুবীর পাল

খেলা হবে নাকি খেলা শেষ? তুমুল প্রত্যাবর্তন নাকি বিস্ফোরক পরিবর্তন? ভয়ের পরম্পরা নাকি ভরসার ভোর? এসবের উত্তর খুঁজতে তবে তো 'স্মরণে আসে মোরে', 'একে নেত্র। দুয়ে পক্ষ। তিনে নেত্র।'

আমাদের ছোটবেলায় এই গাণিতিক ছড়া মোটামুটি আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু এই সংখ্যা-প্রবাদকে রাজ্য জুড়ে চলমান ভোটের বাজারে একটু সামঞ্জস্যের ওলোটপালট করে নিলে কেমন হয়? যেমন ধরুণ, একে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোট। দুয়ে, যুযুধান দুই পক্ষ তৃণমূল ও বিজেপি। আর তিনে হলো, দ্বিতীয় দফার ভোটে রাজ্য পুলিশের অন্তত তিনটি উল্লেখযোগ্য অদ্ভুত রকমের রহস্যময় আচরণ।

সেটা আবার কি রকম? সিপিএম, কংগ্রেস থেকে বিজেপি সর্বোপরি সমস্ত বিরোধী দল তো রাজ্য পুলিশের গায়ে ইতিমধ্যেই তকমা লাগিয়ে দিয়েছে 'দলদাস পুলিশ'। যদিও শাসক তৃণমূল আবার দলগত প্রয়োজনে সেই পুলিশকেই আত্মরক্ষার তাগিদে থানার টেবিলের তলায় লুকাতে বাধ্য করিয়ে সগর্বে বলে থাকে 'ভেরি গুড আমাদের এফিসিয়েন্ট রাজ্য পুলিশ'।

তা যাক, রাজ্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটে রাজ্য পুলিশের তিনটি অদ্ভুতুরে আচরণ এবার সত্যি সবার নজর কেড়েছে। প্রথমত বুধবার ভোটের দিন এই রাজ্যের 'এফিসিয়েন্ট' পুলিশ সরাসরি শাসানি দিয়ে বসলেন কাকে জানেন? মহামহিম কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেকি? কেন? এতবড় সাহস? বর্তমান শাসকের চোখে এসব কি একটু বেয়াদবি হলো না? কি হয়ে ছিলটা কি আসলে? আর কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বা কে? আরে বাবা, এসব কি প্রশ্ন হলো? উনি তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপন মায়ের পেটের ভাই বলে কথা। রাজ্যে কোনও একজন পুলিশের ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে কার্তিকবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করবেন? ভুলবশতঃ সেরকম কেউ সাহস দেখাবার কিঞ্চিত ইচ্ছে প্রকাশ করলে মুহূর্তে তিনি যে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় বা দার্জিলিংয়ের শীতলতম কোনও পাহাড়ি নির্জন অঞ্চলে ট্রান্সফার চালান হয়ে যাবেন না এমন কথা কি কেউ গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারবেন নাকি? আর সেই সাদা উর্দিধারী এক পুলিশ কিনা সরাসরি ধমক দিয়ে বললেন কার্তিকবাবুকে। তাও আবার একান্তে ডেকে চুপিচুপি নয়। প্রকাশ্য দিবালোকে এবং জনসমক্ষে এমনতর ধমকানি। একবারও ওই পুলিশ বাবাজীবন ভাবলেন না পর্যন্ত মহামান্য কার্তিক সাহেবের প্রেস্টিজটা কোথায় টেনে নামিয়ে দেওয়া হলো! ভোটে কর্মরত ওই পুলিশ কি ভুলে গিয়েছিলেন নাকি? হাজার হলেও কার্তিকবাবু যে বাংলার সর্বকালের সর্বসমালোচিত মুখ্যমন্ত্রীর ভাই। ভোটের ফল প্রকাশের পর তৃণমূল ফের যদি ক্ষমতাসীন হয় তখন বেচারা ওই পুলিশ কিভাবে বাণ্ডিল হয়ে যেতে পারেন সেটাও কি কর্তব্যরত সরকারি সুরক্ষা কর্মীটি খেয়াল করেননি? কি জানি বাবা। কি যে সব ঘটছে তটছে। এসব ভোটের বাজার সত্যিই অনিশ্চিত।

রাজ্যের চরমতম হাইভোল্টেজ আসন তো এবার কলকাতার ভবানীপুর আসন। লড়ছেন সাম্প্রতিক বঙ্গ রাজনীতির সবচেয়ে ওজনদার দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধুনা কেন্দ্রীয় বিজেপির সর্বাধিক আস্থাভাজন নেতা তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আড়াআড়ি প্রেস্টিজ ফাইটের ট্যাগ অফ ওয়ারের ময়দানে। এমন হেভিওয়েট আসনে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই তদারকির আসরে নামবেন এটাই তো দস্তুর।

তা সে হোক না ১৪৪ ধারা জারি। তাই বলে কার্তিকবাবুকেও কি ওসব নিয়মকানুন মানতে হবে নাকি? এসব আবার কেমন আব্দার। মুখ্যমন্ত্রীর আপন ভাই তো তিনি নাকি। না হয় একটু বাড়তি প্রিভিলেজ তিনি এনজয় করলেনই বা। ওতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি? সব ব্যাপারে ভারতীয় ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নাক না গলালেই নয় কি!

ওই কেন্দ্রে ভোট চলছে। ম্যারাপ বেঁধে সপারিষদ চলমান সভায় উজ্জ্বল করে বসে আছেন মহারাজ কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাস্তার ধারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই তো হাজার হলেও। তাই তাঁর জন্য একটু নিয়ম কানুনটাই আলাদা গোছের হতেই পারে। কার্তিকস্থানের আইন তো তাঁরই অঙ্গুলি হেলনেই চলে। ফলে ওই ম্যারাপে যে ভারতীয় ভোটের আইনানুগ ১৪৪ ধারা স্বাভাবিক ভাবেই 'মাই ফুট'। ফলে ম্যারাপে অজস্র মানুষের ভিড়। আর মধ্যমনি হয়ে বসে আছেন সেই মহামান্য কার্তিকবাবু। উফ্ কি সিকোয়েন্স।

ওমা হঠাৎ দুইজন সাদা উর্দিধারী কলকাতা পুলিশ সেখানে হাজির। তাঁদের মধ্যে একজনের সাফ কথা, 'সারা বছর বলছি না। কিন্তু আজকে চারজনের বেশি এখানে একসঙ্গে থাকা যাবে না।' আরে বলবি বল একেবারে খোদ কার্তিক সাহেবকে ডাইরেক্ট এসব বলছে। কি হিম্মৎ বলুন দেখি পুলিশের। তাও সেল্ফ ডিফেন্স নিয়ে কার্তিকবাবু ওই অবুঝ পুলিশকে বোঝাতে গেলেন, 'আমরা অনতিদূরের আমাদের ক্লাবের কারণে এখানে বসে আছি'। অর্থাৎ ভোটের সঙ্গে নাকি তখন তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ভোটের ডিউটিতে অবিচল পুলিশ ফের মন্তব্য করলেন এবার ক্ষানিকটা দাপটের সঙ্গে, 'কোনও ভাবেই এখানে এই জমায়েত করতে দেওয়া যাবে না। এই নিয়মটা মানতে হবে।' অগত্যা কি আর করার। পুলিশের এই আকস্মিক উল্টো পুরাণ আচরণ দেখে তো হতভম্ব মুখ্যমন্ত্রীর ভাই। অনন্ত উনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাই কেমন কেমন যেন আকস্মিক ভাবে বদলে গেল মুহূর্তে। শেষে কিনা দিদির অধীনে থাকা সামান্য এক সাদা উর্দিধারী তাঁকে আইন শেখাচ্ছে জনসমক্ষে। যেখানে তাঁর নিজস্ব চালচলনটাই হলো আঞ্চলিক কানুন। তবু এদিনের পুলিশ বড্ড বেশি অনমনীয় এবং একরোখা আচরণ করেই চলেছে। ভোটের আইন বলবৎ করতে তাঁরা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই ইস্যুতে নো ছাড় মুখ্যমন্ত্রীর ভাইকেও। তা সে যতই হোক না কার্তিকবাবুর দিদি তাঁদের বিভাগীয় দফতরের মন্ত্রী। সুতরাং বেগতিক পরিস্থিতি বুঝতে রণে ভঙ্গ দিলেন গণদিদির ভ্রাতা। টিভি নিউজের লাইভ কভারেজের দৌলতে সারা বাংলা তাড়িয়ে তাড়িয়ে দেখলো সেই দৃশ্য, ম্যারাপের ভিড় সত্যি কিন্তু পাতলা হয়ে গেল নিমিষেই পুলিশি কড়া দাবাইয়ে। প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই গেল, সুদীর্ঘ পনেরো বছরের একটা অভ্যাসে পরিণত হওয়া মোসাহেবি তৈলসিক্ত ক্যারেক্টার সঙ্গে সঙ্গে কিরকম চুপষে গেল কিনা একটা অতি সাধারণ পুলিশের চমকানিতেই। তাও আবার জনগণের সামনে। ছ্যা ছ্যা। এটাও কি মানতে হবে শেষে কার্তিকবাবুকে।

তিনে নেত্রর পরিভাষায় রাজ্য পুলিশের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হওয়ার আরও একটা নিদর্শন পাওয়া গেল দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের দিনে। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে। ঘটনাস্থল বর্ধমানের ২১ নম্বর ওয়ার্ড। রাস্তার মধ্যে আলো করে চেয়ারে বসেছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেতা শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ উঠেছিল তাঁর প্রতি, উনি নাকি রাস্তায় চলাচলকারী ভোটারদের ধমক চমক দিয়ে প্রভাবিত করছিলেন। এই খবর কানে যেতেই রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী একযোগে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। আর দেখে কে। অভিযোগের ভিত্তিতে এক রাজ্য পুলিশ সপাটে লাঠিপেটা করে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরকে। তৃণমূলের জমানায় টিএমসি কাউন্সিলর পুলিশের লাঠিচার্জের শিকার হচ্ছে, এই দৃশ্য যে রাজ্যের গণদেবতার কাছে আক্ষরিক অর্থেই অকল্পনীয়। শুধু লাঠিচার্জ? একইসঙ্গে অপর রাজ্য পুলিশ লাথি মেরে চেয়ার রাস্তায় ফেলে দিও। আর বেচারা কাউন্সিলর? চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা'র অনুকরণে পত্রপাঠ এলাকা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন বাধ্য ছেলের মতো। যদিও এযাবৎ উক্ত কাউন্সিলরের কোনও বক্তব্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এবার আবার না হয় ফেরা যাক বহুল চর্চিত সেই ভবানীপুর কেন্দ্রেই। তিন নম্বর বিষয়েও কলকাতা পুলিশ দেখিয়ে ছাড়লো ভোটের দিন তাঁদের ডিউটির মাহাত্ম্য। এটা প্রকৃতই সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, প্রশাসন ও পুলিশ যদি মনে করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে সদিচ্ছা সহকারে, তা কায়েম করতে ২৪ ঘণ্টাও সময় লাগবে না। তা সে যত সুগভীর অরাজক পরিস্থিতি হোক না কেন। প্রয়োজনে যত বড়ই হস্তি হোক না কেন আইনের চোখে কাউকে রেয়াত করা হবে না। এবার এই আপ্তবাক্যটি প্রকৃতই রাজ্যবাসীকে একযোগে মনে করিয়ে দিল ভারতীয় ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

এ প্রসঙ্গে কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের বচসা উল্লেখ না করলেই নয়। বলে রাখা দরকার এই কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুমুল প্রভাব ভবাণীপুর কেন্দ্রে বর্তমানে এখনও অবিসংবাদী। কারণ একটাই বলে সমালোচকরা মনে করেন। আসলে উনার একটা পরিচয় হলো তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূ। ওরে সর্বনাশ। এ তো বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ফলে রাজ্যের দুঁদে রাজ্য পুলিশের আইপিএসরাও অনেকে তাঁকে রীতিমতো সমঝে চলেন। দরকারে তাঁকে তোয়াজ করতেও কসুর করেন না কেউ কেউ। আর ভোটের দিন এক সাদা পোশাকের সাধারণ পুলিশ কর্মী শেষমেষ তাঁকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে ছাড়লো। এমনটা মেনে নেওয়া যায় নাকি? সেই এক নিয়ম ভাঙা নিজস্ব নিয়মের স্বেচ্ছাচারী অভিযোগ। তিনিও ওই এলাকার একটি অঞ্চলে একাধিক জনের জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণ। সেই তথ্য পেয়েই কলকাতা পুলিশ সটান তাঁর সকাশে এসে দাঁড়ায়। কাজরীদেবীর উদ্দেশ্যে তাঁর সরাসরি নির্দেশ, 'এভাবে জমায়েত চলবে না। এটা বেআইনি। ভিড় হাল্কা করুন।' মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূ কিছু বোঝাতে গেলে ওই কলকাতা পুলিশ তাঁকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন, 'কোনও অবস্থাতেই এখানে এই জটলা করতে দেওয়া হবে না মানে হবেই না।' পুলিশের এই একরোখা মনোভাবে শেষ পর্যন্ত কাজরীদেবী নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হোন। যদিও তিনি বলেন, 'আমি ভোটের নিয়ম মেনেই এখানে ছিলাম চারজনে। পুলিশ অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকৃত ভাবে জড়িয়ে আমাকে টার্গেট করছে। এটা ইলেকশন কমিশনের চক্রান্ত।'

বাস্তব ঘটনা কিন্তু কাজরীদেবীর মন্তব্যকে আদৌ সমর্থন করে কিনা তা নিয়েও বিতর্ক উঠেছে। কারণ, ক্যামেরার ছবি আদতে পুলিশের বক্তব্যকেই সমর্থন করছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি। সুতরাং সমালোচকদের এখন একটাই প্রশ্ন, ছবিতে দেখাচ্ছে ওই জটলা ছিল ভোট দিবসের নিয়ম বহির্ভূত। তাতে সগৌরবে অংশ নেন তিনি। সেক্ষেত্রে কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় অসত্য ভাষণ দিলেন কেন? শুধু কি নিজেকে বাঁচাতে? নাকি রাজ্য পুলিশি নিয়ন্ত্রণ আলগা হচ্ছে ভেবে? তবে কি সত্যিই 'এ তুমি কেমন তুমি, চোখের তারায় আয়না ধরো' আমাদের চেনা চেনা হঠাৎ অচেনা অচেনা আমাদের সেই তথাকথিত 'এফিসিয়েন্ট রাজ্য পুলিশ!

চর্চাবাসর ১৪০

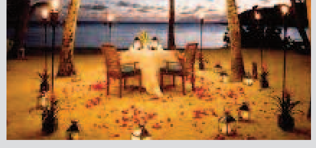

বাংলা শব্দ 'মধুচন্দ্রিমা' (Madhuchandrima)-র মূল উৎপত্তি ইংরেজি শব্দ 'Honeymoon'-এর আক্ষরিক বা ভাবানুবাদ থেকে। এটি মূলত দুটি শব্দের সংমিশ্রণ। মধু (Madhu) অর্থাৎ মিষ্টি বা মধু (Honey), যা নতুন দাম্পত্য জীবনের শুরুর মিষ্টতাকে বোঝায়। চন্দ্রিমা (Chandrima) অর্থাৎ চন্দ্রালোক বা চাঁদের আলো (Moonlight), যা রোমান্টিকতা ও সৌন্দর্য নির্দেশ করে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন

আমার বাংলা

কলকাতা, ৪ মে ২০২৬

পতিরামে নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের গাড়ির ধাক্কায় মৃত টোটোচালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভোটের উত্তাপের মাঝেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। রবিবার দুপুরে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পতিরাম থানার অন্তর্গত বাউল এলাকায় একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক ই-রিকশা বা টোটো চালক। এই ঘটনায় ওই গাড়িতে থাকা কুশমন্ডির নির্বাচনী পর্যবেক্ষকও আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। মৃত টোটো চালকের নাম খগেন্দ্রনাথ সরকার (৫৬)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুর ২টো নাগাদ কুশমন্ডির দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সমুদ্ররাজন এস. একটি সরকারি গাড়িতে করে বালুরঘাট থেকে কুশমন্ডির দিকে যাচ্ছিলেন। বাউল এলাকায় পৌঁছলে পর্যবেক্ষকের গাড়িটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি টোটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, টোটোটি দুমড়ে-মুচড়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে এবং পর্যবেক্ষকের গাড়িটি জাতীয় সড়কের ওপর উল্টে যায়। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছায় পতিরাম থানার পুলিশ বাহিনী। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম টোটো চালক খগেন্দ্রনাথ সরকারকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও শেষ রক্ষা হয়নি ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, গাড়িতে থাকা পর্যবেক্ষক সমুদ্ররাজন এস. সামান্য আহত হয়েছেন। জনবহুল এই জাতীয় সড়কে দিনের আলোয় এমন দুর্ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হলেও পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘাতক গাড়ি ও ক্ষতিগ্রস্ত টোটোটি উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে যান্ত্রিক গোলযোগ বা নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হলেও, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে পতিরাম থানার পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা কেন্দ্রীয় বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আজ ভোট গণনা। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণনা কেন্দ্রে এই মুহূর্তে চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। এই গণনা কেন্দ্রে আগামীকাল বাঁকুড়া, ছাতনা, ওন্দা, বড়জোড়া ও শালতোড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে। গোটা গণনা কেন্দ্র জুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে বাইরে রয়েছে রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা বলয়। গণনা কেন্দ্রের ২০০ মিটার দূর পর্যন্ত জারি করা হয়েছে ১৬৩ ধারা। ওই এলাকায় যে কোনও ধরনের জমায়েতকে বেআইনি বলে ধরবে প্রশাসন। গণনা কেন্দ্রের ভেতরেই স্ট্রংরুম রয়েছে। সেই স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নজরদারি চালানোর জন্য যে সিসি ক্যামেরা নজরদারি কেন্দ্র তৈরী করা হয়েছে সেখানে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাচ্ছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। গোটা গ্রহণ প্রক্রিয়ার মতো গণনা প্রক্রিয়াও রক্তপাতহীন হবে বলে আশা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের।

দঃ দিনাজপুরে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল ইউজি নিট পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দেশজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা ও কড়া নজরদারির মধ্য দিয়ে আয়োজিত হল সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট ইউজি' (২০২৬)। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে পাঁচটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে জালিয়াতি রুখতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে যে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা আজ প্রতিটি কেন্দ্রেই কার্যকর হতে দেখা গেছে। এদিন সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বাড়তি সতর্কতা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রবেশের আগে বায়োমেট্রিক যাচাই এবং মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে কড়া তল্লাশি চালানো হয়। পোশাক বিধির কড়াকড়িতে ফুল হাতা জামা বা ভারী জুতো এড়িয়ে অনেক পরীক্ষার্থীকেই চটি পরে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। পরীক্ষা চলাকালীন প্রতিটি কক্ষে সিসিটিভি ক্যামেরা ও শক্তিশালী জ্যামার সক্রিয় ছিল, যা সরাসরি এনটিএ-র পক্ষ থেকে নজরদারি করা হয়। এছাড়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (সিডাব্লুএসএন) পরীক্ষার্থীদের জন্য নিচতলায় আলাদা বসার ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত সময়ের বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।

জেলার পাঁচটি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ছিল যথেষ্ট ভালো। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নালন্দা বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলে ৩৬০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫০ জন পরীক্ষায় বসেন। পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ২৪০ জনের মধ্যে ২৩৪ জন এবং জহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ২৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৩১ জন উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ২৪০ জনের মধ্যে ২৩২ জন এবং আশুতোষ বালিকা বিদ্যাপীঠ কেন্দ্রে ১৭০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬৫ জন আজ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। সব মিলিয়ে জেলায় এই পাঁচটি কেন্দ্রে মোট ১,২৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১,২১২ জন উপস্থিত ছিলেন এবং অনুপস্থিত ছিলেন মাত্র ৩৮ জন। জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ দল সারা দিন কেন্দ্রগুলি পর্যবেক্ষণ করে। সব মিলিয়ে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে এবারের নিট ইউজি পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে জেলা প্রশাসন।

কামারপুকুরে মাথানত করলেন প্রশান্ত দিগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র গোঘাট। এবারের নির্বাচনে এই কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। ভোটগ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলেও এখন সবার নজর ফল ঘোষণার দিকে। সেই আবহেই রবিবার এক ভিন্ন ছবি দেখা গেল, রাজনীতির মঞ্চ ছেড়ে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ে গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার। ফল ঘোষণার ঠিক আগের দিন রবিবার তিনি পৌঁছান কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। ভগবান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জন্মভূমিতে গিয়ে তিনি পুজার্চনা করেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানান পাদপদ্মে। মঠের শান্ত, গম্ভীর পরিবেশে কিছুটা সময় কাটিয়ে তিনি প্রার্থনা করেন, গোঘাটের মানুষের কল্যাণ ও নিজের জয়ের জন্য। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের এই সময়ে তাঁর এই পদক্ষেপ স্পষ্ট, ভোটের লড়াইয়ের পাশাপাশি তিনি আস্থা রাখছেন আধ্যাত্মিক শক্তির উপরও। কামারপুকুর, যা বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই প্রার্থনা স্বাভাবিকভাবেই আলাদা মাত্রা যোগ করেছে নির্বাচনী আবহে। পুজো শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রশান্ত দিগার বলেন, 'গোঘাটের মানুষ আমাকে যে ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলাম যেন মানুষের সেবা করার সুযোগ পাই। জয়ের ব্যাপারে আমি আশাবাদী, তবে শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন সাধারণ মানুষই।' তিনি আরও যোগ করেন, 'রাজনীতি আমার কাছে শুধুই ক্ষমতার লড়াই নয়, এটি মানুষের জন্য কাজ করার একটি মাধ্যম। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাওয়া আমার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক।' এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের আরও কয়েকজন স্থানীয় নেতৃত্ব। তাঁদের মধ্যে এক বিজেপি নেতা বলেন, 'প্রশান্তবাবু গোঘাটের মানুষের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলেছেন। আজ তিনি যে ভাবে কামারপুকুরে এসে প্রার্থনা করলেন, তা এই এলাকার সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। আমরা আশা করি, মানুষ তাঁর উপর আস্থা রাখবেন।' অন্য এক বিজেপি নেতা রাজু রানা জানান, 'এই নির্বাচন আদর্শের লড়াই। প্রশান্ত দিগার মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছেন। তাঁর এই প্রার্থনা তাঁর বিনয় ও বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। আমরা জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী।' সব মিলিয়ে, ফল ঘোষণার আগে গোঘাটে এক অনন্য ছবি ধরা পড়ল, রাজনীতি ও ধর্মীয় আবেগের মেলবন্ধন। এখন গোটা এলাকার নজর সোমবারের ফলাফলের দিকে, যা নির্ধারণ করবে গোঘাটের আগামী রাজনৈতিক দিশা।

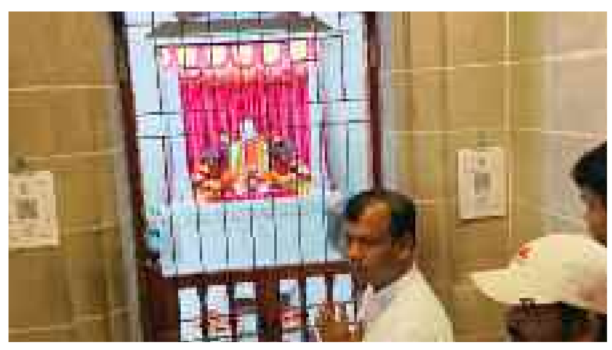

হরিপালে ভোটে কর্মরত জওয়ানের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে হেনস্থার অভিযোগ, বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির হরিপালে এক কেন্দ্রীয় জওয়ানের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে হাত ধরে টানার অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ হরিপালের বন্দিপুর এলাকায় প্রাইভেট টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরছিল ক্লাস সেভেনের এক ছাত্রী। অভিযোগ, তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ভোটের ডিউটিতে আসা এক কেন্দ্রীয় জওয়ান। আতঙ্কে সাইকেল ফেলে ওই ছাত্রী দৌড় দেয়। গ্রামের মানুষ জওয়ানকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে নাবালিকা এক ছাত্রীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে উত্তাল হলো গোটা এলাকা। ঘটনাকে ঘিরে হরিপাল থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। নেতৃত্বে ছিলেন হরিপালের তৃণমূল প্রার্থী করবী মান্না। হরিপাল থানায় জওয়ানকে রাখা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে থানার গেটের সামনে বসে তীব্র বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এ বিষয়ে সিঙ্গুরের তৃণমূল প্রার্থী বেচারাম মান্না অভিযোগ করেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান ভোটের ডিউটি করতে এসে ঘৃণ্য ঘটনা ঘটিয়েছে। নাবালিকা মেয়েটি ও তার সহপাঠী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে কেন্দ্রীয় জওয়ানকে পাকড়াও করেছেন।' বেচারামের অভিযোগ, 'অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ান মদ্যপ অবস্থায় ছিল। আমরা ওই জওয়ানের কাস্টবি ট্রায়ালের দাবি জানাচ্ছি।' বিজেপির রাজ্য নেতা স্বপন পাল বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে বলব।' সিঙ্গুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার সানি রাজ জানিয়েছেন, একটা ঘটনা ঘটেছে। লিখিত অভিযোগ হওয়ার পরে অ্যারেস্ট করে ফরওয়ার্ড করা হবে। বিএসএফ-এর পোশাকে আছে অভিযুক্ত। তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

বালুরঘাটে পালিত বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কোর ঘোষণার পর থেকে বিশ্বজুড়ে ৩ মে দিনটি 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে' বা বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এই বিশেষ দিনটিকে সামনে রেখে বালুরঘাটে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করল এক সংবাদ সংস্থা এবং এক সাংস্কৃতিক সংস্থা। রবিবার শহরের নতুন প্রজন্মের পড়ুয়াদের নিয়ে 'সাংবাদিকরা সমাজের কথক' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির একঝাঁক পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকতার প্রতি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের গভীর কৌতূহল আয়োজকদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। আলোচনার মূল বিষয় ছিল গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এবং বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য। সংবাদ সংগ্রহ থেকে শুরু করে তার পরিবেশনা, একটি খবর ঠিক কী কী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা সহজভাবে পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হয়। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোচকরা জানান, সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশোনা করে এখনকার দিনে চমৎকার ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব। এর মাধ্যমে যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করা যায়, তেমনি বিশ্বজুড়ে নিজের পরিচিতিও তৈরি করা যায়। নতুন কিছু জানতে পেরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও বিশেষ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সংস্থার সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডল বলেন, 'সাংবাদিকরা মূলত সমাজের কথক। তাঁরা সমাজের বিভিন্ন ইস্যুকে কণ্ঠস্বর হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। আজকের আলোচনায় সেই গুরুত্বের দিকটিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।' অন্যদিকে, সংবাদ সংস্থার সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী জানান, তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার ধারণাটি নতুনদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

উল্লেখ্য, চলতি বছরে বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবসের মূল ভাবনা বা থিম হল, 'শান্তির ভবিষ্যৎ গঠন উন্নয়ন ও মানবাধিকারের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গণমাধ্যম স্বাধীনতা ও স্বাধীন সাংবাদিকতা'। বালুরঘাটের এই আলোচনা সভায় এই মূল বার্তাই পড়ুয়াদের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করা হয়।

বর্ধমানে স্ট্রংরুম বিতর্কে সক্রিয় জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানে স্ট্রংরুম ঘিরে বিতর্কে সমাজমাধ্যমে বর্ধমানের জেলাশাসক স্বেতা আগারওয়ালের বক্তব্য প্রকাশ। পূর্ব বর্ধমানের ইউআইটি বিল্ডিংয়ে স্ট্রংরুমের ছাদে এক ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায়। গভীর রাতে স্ট্রংরুমের ছাদে রহস্যময় ব্যক্তির উপস্থিতির ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তীব্র চাপানউতোর। শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। মাঝেমধ্যেই সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গভীর রাতে ভবনের ছাদে অজ্ঞাত ব্যক্তির ওঠানামা, হাতুড়ির মতো শব্দ শোনা যায়। এই সমস্ত ঘটনাকে ঘিরে ইভিএমের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয় বলে অভিযোগ ওঠে। গোটা ভিডিও-সহ নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয় উভয় রাজনৈতিক দল। এই বিতর্কের মাঝেই সমাজ মাধ্যমে বিবৃতি দেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল। তিনি ভিডিও বার্তায় জানান, 'যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ গুজবের প্রেক্ষিতে ভুলভাবে ছড়ানো হচ্ছে। ওই ব্যক্তি কোনও সন্দেহজনক কেউ নন, তিনি একজন এসি টেকনিশিয়ান। ইউআইটি-র কাউন্টিং হলের জন্য এসি বসানোর কাজ চলছিল, সেই কারণেই তিনি ছাদে উঠেছিলেন।' তিনি আরও জানান, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বিষয়টি স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে। জেলা স্তরের অল-পার্টি মিটিংয়েও বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে পাঁচটি স্ট্রংরুম সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় নিরাপত্তা বজায় রাখা হচ্ছে। শেষে তিনি সকলকে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানান। যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য, এই সমস্ত কাজগুলো কেন আগে থেকে করা হয়নি। আগে থেকে করা হলে বিভ্রান্তি ছড়াত না।

গণনার আগের সকালেও পূর্ব বর্ধমান ইউআইটির স্ট্রংরুমে কড়া নিরাপত্তা।

লটারিতে প্রতারণা, চণ্ডীতলায় ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভিন রাজ্যের যোগ থাকা এই চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ। লটারির জয়ী নম্বর জাল করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার এক বিশাল কারবারের হদিশ পেল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে জাল আধার কার্ড, প্রচুর এটিএম কার্ড এবং লটারি তৈরির উন্নত মানের সরঞ্জাম। গত ২০ ফেব্রুয়ারি চণ্ডীতলা থানায় প্রতারণার একটি অভিযোগ দায়ের করেন সন্দীপ ঘোষ নামে এক লটারি ব্যবসায়ী। অভিযোগ অনুযায়ী, দুই ব্যক্তি তাঁর দোকানে এসে কিছু লটারি টিকিট দেখিয়ে দাবি করেন যে, সেগুলিতে ৩ লক্ষ টাকা পুরস্কার লেগেছে। দোকানদারকে প্রলোভন দেখিয়ে তারা টিকিটগুলো তাঁর কাছেই রেখে যায় এবং পরের দিন নগদ টাকা নিতে আসবে বলে জানায়। বিশ্বাস অর্জনের জন্য ওই প্রতারকরা দোকান থেকে কিছু নতুন টিকিট কেনে এবং একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে যায়। সরল বিশ্বাসে সন্দীপবাবু ওই অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেন। পরে টিকিটগুলো মূল এজেন্সিতে জমা দিলে তিনি জানতে পারেন যে সেগুলো সম্পূর্ণ জাল।

অভিযোগ পাওয়ার পর চণ্ডীতলা থানার পুলিশ এবং হুগলি গ্রামীণ এসওজি যৌথভাবে তদন্তে নামে। মগরা থানার কুন্তীঘাট এলাকা থেকে তিন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয় এবং পরে ২০ এপ্রিল তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল, সুরজিৎ সরকার, (বলাগড়ের বাসিন্দা), কাজল শেখ (মালদার বাসিন্দা) এবং প্রীতম সনি (মুম্বইয়ের বাসিন্দা)।

আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ৮ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে তাদের ভাড়া বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে জাল লটারি তৈরির মিনি কারখানার হদিশ পায় পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে; একটি ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভ, দু'টি উচ্চমানের প্রিন্টার এবং লটারি কাটার স্কেলিং বোর্ড, লটারি প্রিন্টিং কাগজ ও ছেঁড়া প্রিন্টেড পেপারের স্তূপ, ৯টি মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ব্যক্তির নামে প্রায় ৪০টি এটিএম কার্ড, একাধিক প্যান কার্ড এবং কিছু জাল আধার কার্ড, একটি চারচাকা গাড়ি। চণ্ডীতলা থানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এসডিপিও তমাল সরকার জানান, এই চক্রটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করত। জয়ী লটারির নম্বর স্ক্যান করে নিখুঁতভাবে জাল টিকিট তৈরি করত তারা। বিশেষ করে মুম্বইয়ের বাসিন্দা প্রীতম সনির এই চক্রে উপস্থিতি ভিনরাজ্যে ছড়িয়ে থাকা আরও বড় নেটওয়ার্কের যে যোগ রয়েছে এই অপরাধে তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ধৃতদের জেরা করে এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ফল ঘোষণার আগেই জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ভোটের ফল ঘোষণার আগেই জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি শিবির। '২০০ শতাংশ আশাবাদী, বিজেপিই জিতছে' এমনই দাবি করলেন দলের মহিলা মোর্চার নেত্রী মনীষা শিকদার। তাঁর বক্তব্য, বাজারে গেরুয়া আবিরের চাহিদা এতটাই বেড়েছে যে তা কার্যত মিলছে না, যা তাঁদের জয়ের আবহকেই তুলে ধরছে। দুর্গাপুরে স্ট্রংরুমের অদূরে বিজেপির তৈরি পাহারা কেন্দ্রে রবিবার সকাল থেকেই জড়ো হন মহিলা কর্মী-সমর্থকেরা। সেখানে চলে স্লোগান, উচ্ছ্বাস এবং ফল ঘোষণার আগেই জয়ের প্রস্তুতি।

মণীষা শিকদার বলেন, 'আমরা পাহারা দিচ্ছি একটাই কারণে, যাতে ভোটব্যাঙ্কে কেউ কোনও ক্ষতি করতে না পারে। আমরা ২০০ শতাংশ নিশ্চিত, বিজেপি ক্ষমতায় আসছে।' ফল ঘোষণার আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, তখন বিভিন্ন দলের কর্মী-সমর্থকদের এই আত্মবিশ্বাস ও সক্রিয়তা ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতির দিকেও নজর টানছে।

দুর্গাপুরে ভিড়িঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো দিলেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সোমবার ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল গণনা। তার আগে রবিবার দুর্গাপুরে একাধিক মন্দিরে পুজো দিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই। প্রথমে তিনি মায়াবাজার শিব মন্দিরে পুজো দেন। এরপর গোপালমাঠ শিবশক্তিধাম মন্দিরে যান এবং সেখান থেকে ভিরিঙ্গি শ্মশান কালী মন্দিরে পুজার্চনা করেন। লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই জানান, 'বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী আজ দলের প্রার্থীরা বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন। বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা করব রাজ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করব আমরা।'

ঝাড়গ্রাম স্টেশনে মালগাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রবিবার কয়লা বোঝাই মালগাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় ঝাড়গ্রাম স্টেশন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ একটি কয়লা বোঝাই মালগাড়ি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের টাটানগর থেকে কোলাঘাট যাচ্ছিল। মালগাড়িটি ঝাড়গ্রাম স্টেশনে পৌঁছালে মালগাড়ির বগি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্টেশন কর্তৃপক্ষ দ্রুত খবর দেন দমকলে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে কয়লা বগিতে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নেভানোর পর মাল গাড়িটি কোলাঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অত্যধিক ঘর্ষণে তাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলেই এই ঘটনা বলে রেল কর্তৃপক্ষ মনে করছেন।

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]

রেজি. এ/ডি মাধ্যমে, ডাস্টি ব্যর্থতায় প্রকাশনার মাধ্যমে
রিকভারি অফিসারের অফিস - ১/২
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা (ডিআরটি ২)
৭ম ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

আরসি/২৯/২০২৪ ২৩.১২.২০২৫

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী প্রভাকর ঘানা

প্রতি
(সিডি ১) শ্রী প্রভাকর ঘানা,
পিতা- শ্রী সোরসী কুমার ঘানা, গ্রাম- বসন্তপুর, পোঃ- উচিতপুর, থানা- সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১৬৬
(সিডি ২) শ্রী সোরাসী কুমার ঘানা
পিতা- হরিপদ ঘানা, গ্রাম- বসন্তপুর, পোঃ- উচিতপুর, থানা- সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১২৬
(সিডি ৩) শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘানা
স্বামী- সোরাসী কুমার ঘানা, গ্রাম- বসন্তপুর, পোঃ- উচিতপুর, থানা- সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১২৬

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, **ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২), ওএ/৩১১/২০১৫** দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, **১৬,৪২,৫৩৫.০০ টাকা** (যোলো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র) এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক **১২.৫০%** হারে বার্ষিক সরল সুদ **১৭/০৬/২০১৫** তারিখ থেকে কার্যকর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং **১৯,০০৫.০০ টাকা** (ঊনিশ হাজার পাঁচ টাকা মাত্র) মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূর্ণ/ সীমিত)।

২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে।

৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪. আপনাকে এতদ্বারা **০৬/০৫/২০২৬** তারিখ **সকাল ১০.৩০টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।

৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ-
(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসের অব্যবহিত পরে শুরু সময়কালের জন্য প্রদেয় অনুরূপ সুদ।
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।

আমার হস্তাধীনে ট্রাইবুনালের সিলমোহরযুক্ত হল ২৩/১২/২০২৫ তারিখে।

দ্রষ্টব্য যেটি প্রযোজ্য নয় তা কেটে দিন..

রিকভারি অফিসার
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল-২ (ডিআরটি-২), কলকাতা

এসবিআই, রিজিওনাল বিজনেস অফিস তমলুক, রিজিয়ন- ৪, হাওড়া
তমলুক, শালগাছিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর- ৭২১৬৩৬

এসবিআই কন্টাই বাজার শাখা (১২৪৫৩) স্থানান্তরের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেস অধিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক

প্রেমিসেসটি আনুমানিক **২৫০০-৩০০০ বর্গফুট** (ব্যবহারযোগ্য মেঝের এলাকা) পরিমাপের হতে হবে এবং এটি লিফট সুবিধা সহ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাউন্ড ফ্লোর বা ১ম ফ্লোরে অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভাড়ায় ব্যবহারযোগ্য জায়গাটির সামনের দিক চওড়া ও পর্যাপ্ত দৃশ্যমানতা সম্পন্ন হতে হবে এবং এতে ২-চাকার ও ৪-চাকার গাড়ি উভয়ের জন্যই পার্কিংয়ের সুবিধা থাকতে হবে। বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত প্রেমিসেসের এবং এর আশেপাশে বাণিজ্যিক ব্যবহারের অনুমতি থাকতে হবে এবং সেখানে কোনো জল জমার সমস্যা থাকা চলবে না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** -এর **"procurement news"** বিভাগে লগ অন করুন। **কোনো ব্রোকার বা দালাল অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করবেন না।**
কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।

তারিখ: ০৪.০৫.২০২৬ **আদেশানুসারে**
স্থান: তমলুক **রিজিওনাল ম্যানেজার, তমলুক**

লালমাটিতে পদ্মের আর জঙ্গলমহলে ঘাসফুলের দাপটের জল্পনা বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লালমাটির বাঁকুড়া জেলায় সোমবার কোন ফুল ফুটবে তা নিয়ে রবিবার মেতে ছিল বাঁকুড়া। এদিন এনিয়ে বহু জায়গায় বাজি ধরতেও দেখা যায়। অনেকের মতে গত ২০২১ সালের মতই পদ্মফুলে ভরে উঠবে জেলা। গত বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ১২টি কেন্দ্রের ৮টি পদ্ম ও ৪টিতে ঘাসফুল ফুটেছিল। তাদের মতে এবার ১২টির মধ্যে ৮ এমনকি ৯টিও ফুটতে পারে পদ্ম ফুল। তবে বিজেপি নেতাদের দাবি, এবার জেলার সব আসনেই ফুটবে পদ্ম ফুল। সোমবার মহাদেবের পূজার দিন। দেবাদিদেবের প্রিয় ফুল পদ্ম, ঘাসফুল নয়। তাই ভগবানের ইচ্ছায় বাঁকুড়ার সব জায়গায় পদ্ম ফুটবে। অন্যদিকে, শাসকদল তৃণমূলের বক্তব্য, এবার জেলার সর্বত্র ঘাসফুল ফুটবে। তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, সংখ্যালঘুরা এবারও তাদের উজাড় করে ভোট দিয়েছে। জেলার লক্ষ্মীশ্রীরাও তাদের হতাশ করেনি। বুথেবুথে লক্ষ্মীশ্রী, কন্যাশ্রী ও রূপশ্রীদের তাই লম্বা লাইন দেখা গেছে।

তার ওপর বাম থেকে রামে যাওয়া ভোটাররা এবার দল দলে ঘরে ফিরেছে। এটা তাদের বুথ ফেরৎ ভোটারদের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে। ফলে সোমবার জেলার সব কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটবে বলে তারা আশাবাদী। অন্যদিকে, জেলা রাজনীতি ওয়াকিবহাল মহলের মতে বাঁকুড়ার সিংঘভাগ কেন্দ্রে পদ্ম ফুল ভোটাই স্বাভাবিক। তাদের বক্তব্য, জেলায় সনাতনীদের একটা প্রভাব আছে। গত ২০২১ সালের নির্বাচনে সোনামুখী, ইন্দাস, কোতুলপুর, বিষ্ণুপুর ও ওন্দা বিধানসভা নির্বাচনে পদ্ম শিবির যথাক্রমে ৪৭.২৫, ৪৮.০৪, ৪৭.৩১, ৪৬.৮৪ ও ৪৬.৪৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। অন্যদিকে, ঘাসফুল শিবির ৪২.০১, ৪৪.৭৩, ৪২. ০৫, ৪০.৮৮ ও ৪১.৩৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবারের আবহে এই মার্জিন পূরণ করা শাসকদলের কাছে কঠিন। তাই জেলার ১২টি আসনের মধ্যে এই ৫টিতে পদ্ম ফুল ফোটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, জঙ্গলমহলের তিনটি আসন তালডাংরা, রাইপুর ও রানিবাঁধ কেন্দ্রে গত নির্বাচনে ঘাসফুল ৪৫.২৯, ৫১.৯৬ ও ৪৮.০৬ শতাংশ এবং পদ্মফুল ৩৯.২০, ৪১.৯৮ ও ৪১.১৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এগুলি ঘাসফুলের দখলে থাকা স্বাভাবিক। তবে গেরুয়া নেতাদের বক্তব্য, এবার তালডাংরা ও রাইপুরে পদ্ম ফুটবে। এটা যদি ঘটে থাকে তবে জেলার জঙ্গলমহল এলাকায় পদ্ম ফুটবে। বাকি আসনগুলি বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ছাতনা ও শালতোড়া কেন্দ্রে জোর লড়াই হবে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। এই চার কেন্দ্রে যথাক্রমে পদ্ম শিবির ৪৩.৭৬, ৪১.০২, ৪৫.৮৪ ও ৪৫.২৮ শতাংশ এবং ঘাসফুল শিবির ৪৩.১২, ৪২.৫১, ৪২.২০ ও ৪৩.২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছি। ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা গত ২০২১ শেষ মত বড়জোড়ায় ঘাস ফুল ও বাকি তিনটিতেই পদ্মই ফুটতে পারে। তবে জেলায় গতবারের মতই দুই ফুলের লড়াই।

ফলতায় গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা

নজিরবিহীন অনিয়মের দায়ে গোটা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন ২১ মে

দেবাশিস দে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে এক বিরল ও কলঙ্কিত অধ্যায়ের সাক্ষী থাকল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা। ইভিএমে আঠা লাগানো থেকে শুরু করে ও সাদা টেপ লাগিয়ে বিরোধী প্রার্থীদের নাম চাপা দেওয়া-সহ বহু বুথে সিসিটিভির ফুটেজ 'রহস্যজনকভাবে' উধাও হয়ে যাওয়া, অনিয়মের এমন পাহাড় প্রমাণ অভিযোগের মুখে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে শেষ পর্যন্ত গোটা ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট বাতিল করে আগামী ২১ মে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করেছে কমিশন। এর ফলে রাজ্যের বাকি ২৯৩টি আসনের ফলাফল নির্ধারিত দিনে ঘোষণা হলেও, ফলতার ভাগ্য নির্ধারিত হবে ২৪ মে।

ভোটের দিন সকাল থেকেই ফলতার বিভিন্ন বুথ থেকে যে ছবিগুলো সামনে আসছিল, তা ছিল আধুনিক নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য চরম অবমাননাকর। অভিযোগ উঠেছে, বহু বুথে ইভিএমের নির্দিষ্ট কিছু বোতামের ওপর সেলোটেপ বা আঠা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ভোটাররা চাইলেও তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে না পারেন। প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে যে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল, দেখা গিয়েছে বহু ক্ষেত্রেই তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন অথবা ফুটেজ গায়েব। বিশেষ পর্যবেক্ষকের রিপোর্টেও ৬০ টির বেশি বুথে গুরুতর অনিয়ম এবং ভোটকক্ষে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশের প্রমাণ মিলেছে। কমিশন সূত্রের খবর, নির্বাচনের দিন থেকেই তাদের দপ্তরে ফলতার ভোটারদের পক্ষ থেকে হাজার হাজার ইমেল আসতে শুরু করে। হাজার হাজার মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভিযোগ কমিশনের কর্তাদের কার্যত স্তম্ভিত করে দেয়। প্রতিটি ইমেলে ছিল কারচুপি, ভয় প্রদর্শন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার বয়ান। একদিকে ডিজিটাল মাধ্যমে এই প্রতিবাদ, অন্যদিকে ফলতার রাস্তায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ, এই পরিস্থিতিকে এক অনন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। এই অবস্থায়, দ্বিমুখী চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়ে রাজ্য প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ কাজ ফেলে রাস্তায় নেমে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে সরব হন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জনরোষের এই তীব্রতাই কমিশনকে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। ফলতার এই পরিস্থিতি কেবল বিচ্ছিন্ন কোনও গোলমাল নয়, বরং বড়সড় প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আশেপাশের কেন্দ্রগুলি থেকেও একই ধরনের অভিযোগ ওঠায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য প্রশাসনের একাংশের মদত ছাড়া কীভাবে এতগুলো বুথে সিসিটিভি অকেজো থাকে বা ইভিএমে কারচুপি হয়? যদিও কমিশন ইতিমধ্যেই বেশ কিছু আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তবে বিরোধী শিবিরের দাবি, মূল হোতাদের গ্রেপ্তার করে ২১ মে-র পুনর্নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

গণতন্ত্রের ভিত্তি হল সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস যখন আঠা বা সেলোটেপ দিয়ে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হয়, তখন কঠোর সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোনও পথ থাকে না। আগামী ২১ মে ফলতার ২৮৫টি বুথেই কড়া নিরাপত্তায় ভোটগ্রহণ করা হবে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, 'এবার নজরদারি হবে দ্বিগুণেরও বেশি। আপাতত দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।' তবে ফলতার এই ঘটনা একটি বড় সত্যকে সামনে নিয়ে এল। প্রযুক্তি থাকলেও যদি সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষতা না থাকে, তবে গণতন্ত্রের পথ কণ্টকাকীর্ণ হতে বাধ্য। এখন দেখার, ২১ মে-র পুনর্নির্বাচন ফলতার মানুষের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে কি না।

বর্ধমানে স্ট্রংরুমে সিসিটিভি বিভ্রাট

স্ট্রংরুমের বাইরে তৃণমূলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানে জেলায় স্ট্রংরুম করা হয়েছে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে। সেখানে সিসিটিভি বিভ্রাট ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। বর্ধমানের ইউআইটি ভবনে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ থাকার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সরব হয় তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সকালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের ইউআইটি বিল্ডিংয়ে থাকা স্ট্রংরুমে সিসিটিভি পরিষেবায় বিভ্রাটের ঘটনা সামনে আসে। অভিযোগ, আউশগ্রাম বিধানসভার স্ট্রংরুমে সকালে ১ ঘণ্টার বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ থাকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় জেলাজুড়ে। এবার ইউআইটি ভবনেই পূর্ব বর্ধমান জেলার পাঁচটি বিধানসভা, আউশগ্রাম, ভাতাড়, গলসি, বর্ধমান উত্তর ও বর্ধমান দক্ষিণের ইভিএম সংরক্ষিত রয়েছে। যদিও দুপুরে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়, বিদ্যুৎ পরিষেবায় যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই এই বিভ্রাট ঘটেছিল। তবে প্রশাসনের এই ব্যাখ্যায় কোনওভাবেই সন্তুষ্ট হননি শাসক দল। এরপর বিকালে বিকেলে আউশগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের নেতৃত্বে ইউআইটি বিল্ডিংয়ের মূল গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। বাড়ানো হয় নজরদারি, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে আন্দোলনকারীদের দাবি করেন,পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হয়।

ফল ঘোষণার আগে কালীর আরাধনা জিতেন্দ্র তিওয়ারির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই রাজ্যে হাই ভোল্টেজ বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা হতে চলেছে। কে বসবে বাংলার মসনদে? কার দিকে পাল্লা ভারী? রাজ্যে কি ফুটবে একটি ফুল নাকি জোড়া ফুল? এ সবের দিকে তাকিয়ে বাংলার আপামর জনতা। ঠিক সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়েই পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী নির্বাচনের ফল ঘোষণার একদিন আগেই এলাকায় বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিলেন। রবিবার পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি মানুর কালীমন্দিরে তার কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে পুজো দিলেন বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এদিন তিনি জানান, যেভাবে এবারের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষ সুষ্ঠুভাবে তাঁদের মত দান করেছেন। তিনি বলেন, মানুষ যেভাবে তার দলকে সমর্থন দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই তারা ক্ষমতায় আসবেন। তবে তিনি একথাও বলেন মানুষের রায় যাদের পক্ষে গিয়েছে তারাই সরকার চালাবে। জিতেন্দ্র বাবু বলেন, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের রায় তারা মাথা পেতে নেবেন। যদি পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ তাদের প্রশাসকের ভূমিকায় দেখতে চান তাহলে আগামী দিনে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের সুখ, সুবিধা, অভাব, অভিযোগের বিষয়টি দেখবেন প্রশাসক হিসেবে। আর যদি পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ তাদের বিরোধী হিসাবে দেখতে চান তাহলে শাসকদলের ভুল ত্রুটি তুলে ধরাই হবে তাদের কাজ।

স্ট্রংরুম পাহারার পর এবার গণনাকেন্দ্র

আরও সচেতন তৃণমূল কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: আরও সচেতন তৃণমূল কর্মীরা। নির্দেশ পালনে আরও সতর্কতা নেতা কর্মীরা। স্ট্রংরুম পাহারার পর এবার গণনা কেন্দ্র। এক চুলও জমি ছাড়তে নারাজ ঘাসফুলের কর্মীরা। শনিবার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশের পর উত্তর ২৪ পরগনার প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রার্থী ও দলীয় পদাধিকারীকেরা বৈঠক করে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'আমরা যেমন স্ট্রংরুম রাত জেগে পাহারা দিয়েছি তেমনই গণনার দিন কেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে আমাদের নেতা, কর্মীরা থাকবেন। যতক্ষণ গণনা শেষ হয়ে প্রার্থীরা সার্টিফিকেট না পাবে ততক্ষণ কর্মীরা জমি ছাড়বে না।' একই কথা জানান, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম। তিনি বলেন, 'বসিরহাট তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাটি। এখানে বিজেপি কৌশল করতে চাইছে। আমাদের কাছে সব খবর আছে। দলীয় নির্দেশে স্ট্রংরুম যেমন পাহারা দিয়েছি, তেমনই গণনা কেন্দ্রেও যোগ্য কর্মীরা থাকবে। যাতে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা কোনও কারচুপি বা কোনও কিছু বদল করতে না পারে তার জন্যও আমাদের কর্মীরা সচেতন থাকবে। আমরা বসিরহাটে একফোঁটাও রাজনৈতিক জমি ছাড়ব না। প্রার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কর্মীদের পাশাপাশি তারাও যেন সকাল সকাল গণনা কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। পাশাপাশি ফল প্রকাশের পর কর্মীদের সংযত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারাসাত ও দমদম, ব্যারাকপুর দুই সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রেও।' দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি, এলাকায় ফল প্রকাশের পর শান্তি বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীও রুটমার্চ শুরু করেছে। সোমবার সকাল থেক ভোট গণনা হবে। রাজ্যের ২৯৪টি আসনের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার ৩৩টি বিধানসভা আসনের ভাগ্য নির্ধারণ শুরু হবে। তাই বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রের আশেপাশে-সহ বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় গণনা নিয়ে যাতে কোনওরকম উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি না হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ শুরু করেছে। সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সকাল থেকে চোখে পড়ল কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ।

ফলাফলের আগে ঈশ্বর দর্শনে বিভোর মালদার বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সকাল থেকেই শুরু হবে মালদা বিধানসভার ভোট গণনা। তার প্রাক মুহূর্তেই রবিবার সারাদিন ঈশ্বর দর্শনে বিভোর থাকলেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গোপাল চন্দ্র সাহা। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকার দেবদেবীর মন্দির পরিদর্শন করেন বিজেপি প্রার্থী গোপাল চন্দ্র সাহা। পরে এদিন দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এলাকার একটি কালীমন্দিরে গিয়ে পুজো দেন বিজেপি প্রার্থী। এদিন দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে ঢাক বাজিয়ে পুরোহিতের পুণ্য মন্ত্রোচ্চারণ করে মায়ের পুজো আরাধনায় ব্রতী হন। পুজো পর্বে মালদা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী গোপাল চন্দ্র সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা তাপস গুপ্ত, অজিত দাস, শংকর মণ্ডল, মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পলি দাস, সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি সাহা দাস-সহ অন্যান্যরা। তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে রক্ষাকালী মাতার পুজো দিয়ে বিজেপি প্রার্থী ভোট গণনার দিন বিজেপির জয় প্রার্থনা করেন। বাংলাকে তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্ত করে বিজেপির সরকার গঠনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা করেন। সেই সঙ্গে মালদা বিধানসভায় বিরাট মার্জিনে বিজেপির জয় কামনা করেন তিনি।

পাণ্ডুয়ার রেলপাড়ে উচ্ছেদ অভিযান রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: শনিবার রাতের অন্ধকারে হুগলির পাণ্ডুয়ার রেলপাড় এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালালো রেল। স্থানীয় সূত্রে খবর, নির্বাচন ঘোষণার আগেই রেলপাড়ের বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নোটিস ধরানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ে কোনও উচ্ছেদ অভিযান হয়নি। কিন্তু ভোটগ্রহণ মিটতেই আবার নতুন করে নোটিস ধরানো হয় রেলপাড়ের বাসিন্দাদের। এক দিনের সময় দিয়ে বলা হয়, বস্তি এলাকা খালি করে দিতে হবে। নোটিস পাওয়ার পর অনেকেই দোকান-ঘরবাড়ি খালি করে দেন। কিন্তু বহু মানুষই এত কম সময়ের মধ্যে বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি। অভিযোগ, তা সত্ত্বেও কোনও বাড়তি সময় না দিয়েই রাতের অন্ধকারে এই অভিযান চালানো হল। এ নিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন ঘড়ছাড়া বহু মানুষ। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'ভোটের আগে আমাদের উচ্ছেদ করা হয়নি, কারণ তখন আমাদের ভোট দরকার ছিল। এখন ভোট শেষ। তাই তড়িঘড়ি উচ্ছেদ করা হচ্ছে।' আর এক বাসিন্দার কথায়, 'আরও কয়েক দিন সময় দিলে বিকল্প ব্যবস্থা করা যেত।' এনিয়ে অবশ্য রেলের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

স্ট্রংরুম পাহারায় বিজেপির মাতৃশক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সোমবার ভোট গণনা। আর তার আগে রবিবার বিজেপির মাতৃশক্তি স্ট্রংরুম পাহারায়। পাশাপাশি কালনা কলেজ থেকে ১০০ মিটার দূরে বাংলা ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর সামনে রাস্তার মধ্যে বসে পড়েন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে কাগজ, সেখানে লেখা রয়েছে স্ট্রংরুম পাহারায় ভারতীয় জনতা পার্টির মাতৃশক্তি। কিন্তু কেন এইরকম অবস্থান? তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি কর্মীরা জানান, যতক্ষণ না পর্যন্ত গণনা সম্পন্ন হবে ততক্ষণ এই ভাবেই স্ট্রংরুম পাহারায় তারা বসে থাকবেন। রবিবার বিকেলে তারা আরও উল্লেখ করেন, গতবার তৃণমূলের তরফে কাউন্টিং সেন্টারের মধ্যেই ভোট লুঠ করা হয়েছিল, এবার যাতে তা না হয়, সেই কারণেই তাদের এই অবস্থান। এদিন সকাল থেকে বহু মহিলা কর্মী রাস্তায় বসে পাহারার কাজ শুরু করলেও বেলা যত বাড়তে থাকে ততই বাড়তে থাকে মহিলা কর্মীদের সংখ্যা।

রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত তৃণমূল কর্মী

হাসপাতালে দেখা করতে গেলেন তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের নসরতপুর এলাকায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষের জেরে আহত তৃণমূল কর্মী অমল হালদারকে ফের ভর্তি করা হয় কালনা মহকুমা হাসপাতালে। তাঁকে নিজেই হাসপাতালে নিয়ে যান তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী

মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। অন্যদিকে, একই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল কর্মী অমিত মোদক ও কৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে কালনা সংশোধনাগারেও যান স্বপন দেবনাথ। সেখানে গিয়ে তাদের সাথে কথাও কথা বলেন। জানা গিয়েছে, সংঘর্ষে আহত দু'জন তৃণমূল কর্মীর মধ্যে একজন বর্তমানে কলকাতায় চিকিৎসাধীন, আর অমল হালদার এতদিন কালনাতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। ভোটের জন্য তিনি সাময়িক ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন। তবে ভোটের পর ফের অসুস্থ হয়ে পড়লে রবিবার, তড়িঘড়ি করে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, 'অমল হালদার আবার অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমনে সে ভালো আছে চিকিৎসা চলছে। ওই দিনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস থেকে ভাঙচুর হওয়া বিভিন্ন সামগ্রী নাদনঘাট থানার পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।' ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথ।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে তৎপরতা

পাড়ায় মাইকিং পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা কার দিকে পাল্লা ভারী সেদিকেই তাকিয়ে বাংলার আপামর জনগণ। কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা শেষেই নির্ধারিত হবে বাংলার মসনদে বসছেন কোন দল।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগেই ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে তৎপর আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ। রবিবার ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার ওসি ও তার পুলিশ পাড়ায় পাড়ায় মানুষকে সতর্ক করলেন মাইকিং করে। কোনরকম প্ররোচনায় পা না দিয়ে ভোট পরবর্তীতে এলাকাকে শান্ত রাখতে মানুষের কাছে আহ্বান পুলিশের। মাইকিং করে সাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হয় ভোট পরবর্তী হিংসায় যদি কেউ জড়িত হন তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠিনতর ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রশাসনিকভাবে। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে পুলিশের এই মাইকিংকে সাধুবাদ জানান এলাকার বুদ্ধিদীপ্ত মানুষজন।

কোন্নগরে গঙ্গায় তলিয়ে মৃত্যু এক ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কোন্নগরের সাধুর ঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেলো এক ছাত্র, নাম উৎসব ঝাঁ (১৬)। অবশেষে উদ্ধার মৃতদেহ। শাস্ত্রী নগর থেকে এসে দুই ভাই, বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছিল।সে সময় হঠাৎ জোয়ার চলে আসায় গঙ্গায় তলিয়ে যায়। এরপর ডিএমজি টিম উদ্ধারকার্য চালায় এবং সাড়ে চারটে নাগাদ ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয় গঙ্গা থেকে। জানা যাচ্ছে, যুবকটি সাঁতার জানতো না। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কেন তরতাজা প্রাণগুলি এইভাবে চলে যাচ্ছে? কিভাবে এই মৃত্যু মিছিল আটকানো সম্ভব এলাকার মানুষের একটাই প্রশ্ন।

ভোট মিটতেই গ্যাসের দামের পাশাপাশি খাবারের দামবৃদ্ধির শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে গত জানুয়ারি মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে। এবার এক ধাক্কায় দাম এতটা বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে পড়েছেন হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিকেরা। পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটপর্ব মিটতেই দেশে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৯৯৪ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। যার ফলে শহরে ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম এখন ৩২০২ টাকা। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে খাবারের দামবৃদ্ধি নিয়েও। হাওড়া-হুগলি জুড়ে অজস্র ছোট-বড় অস্থায়ী পাইস হোটেল রয়েছে। মাছ-ভাত, রুটি-তরকারি থেকে বিরিয়ানি, সবই পাওয়া যায় সেখানে। বহু নিত্যযাত্রীর প্রতিদিনের খাওয়াদাওয়ার জায়গা এই পাইস হোটেল। সেই সঙ্গে পথচলতি মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই পাইস হোটেলগুলি বহু মানুষের রুজিরুটিরও জায়গা। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের জোগান নিয়ন্ত্রিত হতেই মাথায় হাত পড়েছিল এই হোটেল ব্যবসায়ীদের। এবার সিলিন্ডারের দাম এতটা বেড়ে যাওয়ায় কোন্নগর স্টেশনে কাছে একটি পুরনো হোটেলের মালিক বলেন, 'আগে যে দাম ছিল, তার দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। কীভাবে দোকান চালাব, সেটাই বুঝতে পারছি না। একটা হোটেল চালাতে অনেক লেবার (কর্মী) লাগে। তাঁদেরই বা কীভাবে পয়সা দেব! আবার খাবারের দাম বাড়লে ক্রেতার সংখ্যাও কমে যাবে, এই আশঙ্কাও রয়েছে হোটেল মালিকদের।' উত্তরপাড়ার একটি রেস্তরাঁর মালিক বলেন, 'এখন তো রেস্তরাঁ চালানোই দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। রেস্তরাঁর রান্না কয়লা বা গুলের উনুনে করা যায় না। তাই গ্যাসের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয় আমাদের। কিন্তু এত দাম দিয়ে কী করে গ্যাস কিনব? খাবারের দাম বাড়ালে তো ক্রেতাও কমে যাবে। দোকান বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।' গঙ্গাতীরের ফুটপাত জুড়ে শুধু মাছ-ভাতের হোটেল নয়, গজিয়ে উঠেছে চপ-মুড়ি, কচুরি, দোসার দোকানও। প্রতিটি দোকানেই রান্না হয় বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারে। এখন প্রবল সমস্যায় পড়েছেন এই সব দোকানের মালিকেরা। তাঁদের বক্তব্য, বর্ধিত দামে বাণিজ্যিক সিলিন্ডার কিনে এই ছোট ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। আর বর্তমানে কয়লা বা কেরোসিনের যা দাম যে হারে বেড়েছে, তাতে দোকান বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া কোনও পথ পাচ্ছেন না তাঁরা। চন্দননগরের চপ-মুড়ির একটি দোকানের মালিক বললেন, 'আমার একটি সিলিন্ডার আছে। এটা শেষ হলে আর গ্যাসে রান্না করব না। আজই একটি কেরোসিন স্টোভ কিনে আনব ভাবছি। কিন্তু কেরোসিনেরও যে ভাবে কালোবাজারি হচ্ছে, ক'দিন চালাতে পারব, জানি না।'

এবার নির্বাচনে পদ্মফুলের ব্যাপক ব্যবহার, উৎসাহিত চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবারের নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার পদ্মচাষিরা খুশি। এই বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে জেলায় ব্যাপক হারে পদ্মফুল বিক্রি হয়। প্রচারের সময় বিজেপি প্রার্থীদের পদ্মফুল দিয়ে বরণ করতে দেখা যায়। কোথাও একটি আবার কোথাও ২৬টি পদ্ম দিতে দেখা যায়। সোনামুখি ব্লকের পদ্মচাষি মদন রায়, তপন বাউড়ি ও বারিদ বাউড়ি বলেন, 'যে ভোট ঘোষণার পর থেকে জেলায় পদ্মফুল বিক্রি হয়েছে। একটি পদ্মফুল ৩ থেকে ৪ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে ভোটের দিন পর্যন্ত। প্রতি চাষি বেশ ভাল টাকার পদ্ম বিক্রি করেছেন।' ভোট গণনার দিন প্রচুর পদ্মের অর্ডার আছে। ছাতনার কার্তিক পাল ও অনন্ত পাল বলেন বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখী, বাঁকুড়াসদর, তালডাংরা, সিমলাপাল, ওন্দা, রাইপুর, কমলপুর ও বিষ্ণুপুর ইত্যাদি এলাকায় একসময় পদ্ম চাষ হত। জলাশয় কমে বা মজে যাওয়ায় পদ্ম চাষ ব্যাপক হারে কমে যায়। লোকালয়ের বাইরের জলাশয়ে চুরির জন্য মাছ চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়ে ছিল। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের সাহায্যে জলাশয়গুলি সংস্কার করে বৃষ্টির জল ধরে পদ্ম গাছ লাগিয়ে

মাছ চাষে জোর দেন তাঁরা। এভাবে তৈরি জলাশয়গুলি পদ্ম ও মাছে ভরে উঠেছে। এই নির্বাচনে তাদের প্রচুর ফুল বিক্রি হয়েছে। তাদের আশা ৪ মে ভোট গণনার দিন প্রচুর পদ্ম বিক্রি হবে। এই সংস্থার সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝরনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, জলাশয়ের প্রতি গ্রামীণ মানুষের টান ফিরিয়ে আনতে তারা এই উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন। তাদের লক্ষ্য হল জলাশয় সংস্কার করে বৃষ্টির জল ধরে কাজে লাগানো। এই লক্ষ্যকে সফল করতে মাছ ও পদ্ম চাষকে সামনে আনা হয়েছে। পদ্মকে 'ফ্লাওয়ারস অফ গডেস' বা দেবতাদের ফুল বলা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে জড়িত। দুর্গা, কালী, জগৎধাত্রী, মহাদেব ও মনসা সহ সব দেবদেবী পূজায় পদ্ম নিবেদন করা হয়। তাছাড়া ১০৮ পদ্মের কাহিনী সকলের জানা। পদ্ম পবিত্র ফুল। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় আয়োজিত এনভাইরনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীদের একাজে লাগানো হয়েছিল। এতে সফল হওয়া গেছে। এবারের নির্বাচনে পবিত্র জাতীয় ফুল পদ্ম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকেরা। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য বিজেপির দলীয় প্রতীকও পদ্ম। কাঁকিলা ও জয়কৃষ্ণপুরের পদ্ম চাষি মানস কামিল্যা ও সত্য বাউড়ি বলেন, 'যে বাঁকুড়া জেলার আবহাওয়া পদ্ম চাষের উপযুক্ত। তাছাড়া মার্চ থেকে অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত এই ফুল জন্মায়। মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের প্রচারে এবারের নির্বাচনে ভাল ফুল বিক্রি হয়েছে।' বিবড়দার বিজেপি কর্মী ও নেতাদের বক্তব্য, 'পদ্ম জাতীয় ফুল, অত্যন্ত পবিত্র ও তাদের প্রতীক। তাই এই ফুল দিয়েই প্রার্থীকে উৎসাহিত করে ছিলেন তারা। তাই এবার জেলায় তাদের সব প্রার্থীই জিতবে। নাটক ও নৃত্য-সহ পরিচালক একতা গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পীরা জানান, যে বৃষ্টি জল ধরে জল সমৃদ্ধ জেলা গড়ার এই উদ্যোগে পদ্ম চাষিরা খুশি ও উপকৃত। কমলপুর ও ছাতনার বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য পদ্ম পবিত্র ফুল ও তাদের প্রতীক তাই এই ফুলকে নিয়ে তারা প্রার্থীকে উৎসাহিত করেছেন। দেবতার ফুল নিয়ে প্রচার ফুল নিয়ে প্রচার চালিয়েছেন তাই জয় সুনিশ্চিত।

দিল্লির বিবেক বিহারের বহুতলে আগুন, মৃত ৯

নয়াদিল্লি, ৩ মে দিল্লির: বিবেক বিহারের একটি বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। রবিবার ভোরে আগুন লাগার সময় অধিকাংশ বাসিন্দাই ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বহু মানুষ আগুনের মধ্যে আটকে পড়েন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'বিবেক বিহারের একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে এবং তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। এই শোকের মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার সমবেদনা রইল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁদের এই কঠিন সময় মোকাবিলার শক্তি দেন।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'স্থানীয় প্রশাসনের সমস্ত শীর্ষ আধিকারিক, দিল্লি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ), দমকল বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশ ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে দ্রুততার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রয়েছে। পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। স্থানীয় বিধায়ক ও পুরসভার কাউন্সিলররাও ত্রাণকার্যে সহায়তা করছেন। এই কঠিন সময়ে দিল্লি সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছে।' এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা। রবিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সামাজিক মাধ্যমে জানান, বিবেক বিহারের এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণহানিতে তিনি গভীরভাবে ব্যথিত। এই দুঃসময়ে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

প্রসঙ্গত, রবিবার শাহদারার বিবেক বিহারে চারতলা একটি ভবনে আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দা রোহিত জানান, এসিতে বিস্ফোরণের জেরে আগুন লাগে বলে তাঁর অনুমান। প্রায় ১২-১৫ জনকে উদ্ধার করা হলেও কয়েকজন নিখোঁজ থাকার আশঙ্কা রয়েছে। দমকল বাহিনী ভোর সাড়ে তিনটের কিছু পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ধারকাজ চলাকালীন ১০-১৫ জনকে বের করে আনা হয়, যাদের মধ্যে দু'জনকে গুরু তেগবাহাদুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় কাউন্সিলর পঙ্কজ লুথরা জানান, ভবনের বিভিন্ন তলা থেকে একাধিক দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং অধিকাংশ দেহ এতটাই পুড়ে গেছে যে তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করা হবে। অন্য দিকে, বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় গোয়েল বলেন, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, যদিও এসি বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গ্রেট নিকোবার প্রকল্পে কেন্দ্রকে নিশানা কংগ্রেসের, পরিবেশ-স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৩ মে: গ্রেট নিকোবার দ্বীপ উন্নয়ন প্রকল্পকে ঘিরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ফের সরব হল কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেছেন, এই প্রকল্পে পরিবেশ, স্থানীয় সমাজ এবং স্বচ্ছতা সংক্রান্ত একাধিক গুরুতর প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাচ্ছে সরকার।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ১ মে কেন্দ্রের তরফে যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দীর্ঘদিন ধরে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগগুলির কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, স্থানীয় বাসিন্দা, পরিবেশবিদ, মানববিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বহুদিন ধরেই এই প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছেন। রাহুল গান্ধির সাম্প্রতিক গ্রেট নিকোবার সফরের পরই সরকার এই বিষয় থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে তড়িঘড়ি প্রেস বিবৃতি দিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

রমেশ জানান, জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে গ্রেট নিকোবার অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা। গত পাঁচ বছরে এখানে প্রায় ৫০টি নতুন প্রজাতির সন্ধান মিলেছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পাখি, সরীসৃপ ও সামুদ্রিক প্রাণী। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা গ্যালাথিয়া উপসাগরের অন্তর্গত, যা উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণের কঠোর বিধিনিষেধের আওতায় পড়ে। তাঁর মতে, এই অঞ্চলে বন্দর নির্মাণ পরিবেশগতভাবে বিপজ্জনক হতে পারে। এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, পরিবেশগত ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যে সব সংস্থা প্রকল্পের মূল্যায়ন ও নজরদারির দায়িত্বে রয়েছে, তাদেরই ছাড়পত্র প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকার ফলে স্বার্থের সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে দাবি কংগ্রেসের। এই ইস্যুকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

৯০ মেট্রিক টন এলপিজি তছরুপ মামলায় প্ল্যান্ট ম্যানেজার গ্রেপ্তার

রায়পুর, ৩ মে: ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দ জেলায় প্রায় ১.৫ কোটি টাকার এলপিজি তছরুপের ঘটনায় ঠাকুর পেট্রোকেমিক্যালসের প্ল্যান্ট ম্যানেজার নিখিল বৈষ্ণবকে (৪১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্তে ৪০ সদস্যের বিশেষ দল গঠন করে পুরো চক্রের হদিস মিলেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সংস্থার মালিক সন্তোষ সিং ঠাকুর এবং ডিরেক্টর সার্থক (সাকিন) ঠাকুর এখনও পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। সংস্থার দপ্তর থেকে ডিভিআর, কম্পিউটার এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যেগুলি থেকে বেআইনি বিক্রির প্রমাণ মিলেছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বেআইনি রিফিলিংয়ের অভিযোগে ৬টি এলপিজি ক্যাপসুল ট্যাঙ্কার বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে নিরাপত্তার কারণে ৩০ মার্চ ২০২৬-এ ওই ট্যাঙ্কারগুলি অভনপুরের ঠাকুর পেট্রোকেমিক্যালসের হেপাজতে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৭ এপ্রিল ট্যাঙ্কার মালিক আদালতের নির্দেশে গাড়ি ফেরত নিতে গেলে দেখা যায় সব ট্যাঙ্কারই ফাঁকা। পুলিশের দাবি, ৩১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিলের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রায় ৯০ মেট্রিক টন এলপিজি গ্যাস ট্যাঙ্কার থেকে বের করে সংস্থার নিজস্ব স্টোরেজ ট্যাঙ্কে রাখা হয় এবং সেখান থেকে তা ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক সিলিন্ডারে ভরে বেশি দামে বাজারে বিক্রি করা হয়। অভিযুক্তরা প্রথমে গ্যাস লিক হওয়ার দাবি করলেও তদন্তে তা খারিজ হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এটি একটি সুপরিকল্পিত আস্থাভঙ্গ ও তছরুপের ঘটনা। চার দিনের তদন্তে নথি ও আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে গোটা চক্রের প্রমাণ মিলেছে।

অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মিশন দৃষ্টি'র সফল উৎক্ষেপণ উপলক্ষে গ্যালাক্সআই-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সমগ্র দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, গ্যালাক্সআই-এর 'মিশন দৃষ্টি' ভারতের মহাকাশ যাত্রায় একটি বিশাল সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হল।

প্রধানমন্ত্রী রবিবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গ্যালাক্সআই-এর 'মিশন দৃষ্টি' আমাদের মহাকাশ যাত্রায় একটি বিশাল সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হল। বিশ্বের প্রথম অপ্টোএসএআর উপগ্রহ এবং ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত উপগ্রহটির সফল উৎক্ষেপণ; উদ্ভাবন ও দেশ গঠনে আমাদের তরুণ প্রজন্মের অদম্য উৎসাহ ও আবেগেরই এক উজ্জ্বল প্রমাণ। গ্যালাক্সআই-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সমগ্র দলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা।'

ইরানের নয়া শান্তি প্রস্তাব, সাড়া নিয়ে সন্দিহান ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, দোহা ও তেহরান, ৩ মে: ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ১৪ দফার একটি নতুন শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি তাঁর হাতে পৌঁছেছে, তবে তা থেকে সমঝোতা সম্ভব হবে বলে তিনি এখনও আশাবাদী নন।

শনিবার পাম বিচ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, তিনি এখনও প্রস্তাবটি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেননি। তিনি জানান, প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখে তবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অবস্থান জানানো হবে। পরে তিনি ট্রুথ সোশ্যাল-এ পোস্ট করে লেখেন, ইরানের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই তাঁর মনে হচ্ছে। ইরানের অতীত ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে তিনি আরও দাবি করেন, দেশটি এখনও তার কর্মকাণ্ডের পূর্ণ মূল্য দেয়নি।

জানা গিয়েছে, ইরানের প্রস্তাবে আক্রমণ না করার নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং লেবানন-সহ একাধিক সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। যদিও এই প্রস্তাবের কার্যকারিতা নিয়ে ওয়াশিংটনের তরফে এখনও স্পষ্ট কোনও ইতিবাচক ইঙ্গিত মেলেনি। ট্রাম্প বলেন, 'আমি এখনও প্রস্তাবটি পুরোপুরি দেখিনি। তা বিশদভাবে পর্যালোচনা করার পরই আমরা আমাদের অবস্থান জানাব।' তবে তিনি একই সঙ্গে সতর্ক করে দেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে যুক্তরাষ্ট্র ফের সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারে। তাঁর এই

মন্তব্যের পরেই ইরানের আধা সামরিক বাহিনী 'ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)' জানায়, তারা সম্ভাব্য সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

এদিকে, আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমনে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়েছে কাতার। কাতারের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ বিন আবদুল রহমান আল-থানি ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে আলোচনা করে সংযম ও বিবেচনার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহ্বান জানিয়েছেন। কাতারের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে চলা মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় সব পক্ষের ইতিবাচক সাড়া প্রয়োজন, যাতে উত্তেজনা আরও না বাড়ে। হোয়াইট হাউস সূত্রে আবার জানা গিয়েছে, ইরানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা প্রশমনে কাজ করা মার্কিন কূটনৈতিক দলে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছেন মার্কিন নীতিনির্ধারক নিক স্টুয়ার্ট। তিনি পূর্বের ট্রাম্প প্রশাসনের সময় মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে দায়িত্বে ছিলেন এবং অভিজ্ঞ নীতিনির্ধারক হিসেবে পরিচিত।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক হামলার পর হরমুজ প্রণালী অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক মহলের মতে, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না এলে এর প্রভাব বিস্তৃত অঞ্চলে পড়তে পারে।

নৌকোডুবিতে মৃত বেড়ে ১৩

জব্বলপুর, ৩ মে: মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে প্রমোদতরী ডুবে যাওয়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সকালে বর্গি জলাধারে পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশু ও তাঁর আত্মীয়র দেহ উদ্ধার হয়েছে। এরপর ক্রুজ বোট দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ হয়েছে। রাজ্য পর্যটন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত প্রায় ২০ বছরের পুরনো প্রমোদতরীটি গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঝড়ের সময় ডুবে যায়।

বর্গি মহকুমা পুলিশ কর্তা অঞ্জুল আয়ঙ্ক মিশ্র বলেন, 'রবিবার ভোরে ভাসতে থাকা ময়ূরাম (৫) এবং তার কাকা কামরাজের (৫০) মৃতদেহ বাঁধ থেকে উদ্ধার করা হয়। কামরাজ খামারিয়ার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির একজন কর্মচারী ছিলেন।' তিনি আরও বলেন, নিখোঁজ ১৩ জনের সবার খোঁজ পাওয়া গেছে এবং মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য একটি সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কালেক্টরের অফিস থেকে এক্স মাধ্যমে জানানো হয়েছে, 'আরও দু'জনের দেহ উদ্ধারের পর নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান অভিযান সম্পন্ন হয়েছে।'

কিংস্টনে বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও কিংস্টন, ৩ মে: ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জামাইকার রাজধানী কিংস্টনে তাঁর প্রথম সরকারি সফরে পৌঁছেছেন। পৌঁছনোর পর তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এই অভ্যর্থনার জন্য তিনি জামাইকার বিদেশমন্ত্রী কামিনা জনসন স্মিথকে ধন্যবাদ জানান।

সামাজিক মাধ্যমে জয়শঙ্কর জানান, জামাইকায় প্রথম সফরে এমন আন্তরিক অভ্যর্থনায় তিনি আপ্লুত। আগামী দু'দিনে তিনি সেই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব, ব্যবসায়ী মহল এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে বৈঠক করবেন। কিংস্টনে পৌঁছনোয় প্রবাসী ভারতীয় ও শিশুদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনাও জানানো হয়। জানা গিয়েছে, এই দুই দিনের সফরে জামাইকার শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হবে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, এই সফর বৃহত্তর ক্যারিবীয় সফরের অংশ।

ময়দান

সুদর্শনের ঝকঝকে অর্ধশতরান, শেষে সুন্দরের ঝড়, রোমাঞ্চকর ম্যাচে পঞ্জাবকে হারাল গুজরাত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অহমদাবাদের ঘরের মাঠে গুজরাতের সামনে লক্ষ্য খুব বেশি বড় নয় ছিল না;মাত্র ১৬৪ রান। তবু সেই রান তাড়া করতে গিয়ে শেষ ওভার পর্যন্ত লড়াই করতে হল গুজরাতকে। শেষ পর্যন্ত সাই সুদর্শনের দায়িত্বশীল অর্ধশতরান এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের ঠান্ডা মাথার ব্যাটিংয়ের উপর ভর করেই চার উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয় তারা। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে পঞ্জাব, কিন্তু শুরু থেকেই বড় ধাক্কা খায় তারা। ম্যাচের প্রথম ওভারেই মহম্মদ সিরাজ জোড়া আঘাত হানেন। পরপর দুই বলে প্রিয়াংশ আর্য ও কুপার কনোলিকে ফিরিয়ে দিয়ে পঞ্জাবকে চাপে ফেলে দেন। দলের দুই নির্ভরযোগ্য ব্যাটার দ্রুত আউট হয়ে যাওয়ায় ব্যাটিং লাইনআপ নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এরপর প্রভসিমরন সিংহ ও শ্রেয়স আয়ার কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তৃতীয় উইকেটে ৩৩ রান যোগ করেন। কিন্তু প্রভসিমরন আউট হতেই আবার ধস নামে। অল্প সময়ের মধ্যে নেহাল ওয়াধেরা ও শ্রেয়সও ফিরে গেলে মাত্র ৪৭ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে চরম সংকটে পড়ে পঞ্জাব।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে সূর্যাংশ শেড়গে ও মার্কাস স্টোইনিস দায়িত্ব নেন। তাঁদের মধ্যে ষষ্ঠ উইকেটে গুরুত্বপূর্ণ ৭৯ রানের জুটি গড়ে ওঠে। শেড়গে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে শুরু করেন এবং একটি ওভারে তিনটি ছয় ও দুটি চার মেরে ম্যাচের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ২৯ বলে ৫৭ রান করে আউট হন। স্টোইনিসও ৩১ বলে ৪০ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন। শেষ দিকে দ্রুত উইকেট পড়ায় পঞ্জাব ১৬৩ রানে থেমে যায়। জবাবে গুজরাতের শুরুটাও ভালো হয়নি। দ্রুত শুভমন গিল আউট হলেও সাই সুদর্শন ও জস বাটলার ইনিংস গড়ে তোলেন। দু'জনে মিলে দ্বিতীয় উইকেটে ৫৩ রান যোগ করেন। বাটলার ২৫ রান করে ফেরেন। এরপর মাঝের ওভারে কিছুটা ধাক্কা খেলেও সুদর্শন নিজের ছন্দ বজায় রাখেন। শেষদিকে ম্যাচ জয়ের দায়িত্ব এসে পড়ে ওয়াশিংটন সুন্দরের কাঁধে। তিনি ধৈর্য ধরে খেলেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শট নেন। শেষ ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিল ১১ রান। প্রথম বলেই চার মেরে চাপ কমান আরশাদ খান। এরপর ওভারের পাঁচ নম্বর বলে একটি দারুণ ছয় মেরে ম্যাচ নিজেদের দখলে নিয়ে নেন। ২৩ বলে অপরাজিত ৪০ রানের ইনিংস খেলে সুন্দরের উপস্থিত বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসই গুজরাতকে জয়ের পথে নিয়ে যায়।

স্পিন-জালে বন্দি নিজামের শহর, দাপুটে জয় কলকাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: একে সত্যিই দাপট বলা যায়। প্রতিপক্ষের মাঠে গিয়ে এমন নিয়ন্ত্রণে ম্যাচ জেতা সহজ কথা নয়। কিন্তু রবিবার সেটাই করে দেখাল কলকাতা নাইট রাইডার্স। যে দলকে হারানো হল, তারা আবার টানা পাঁচ ম্যাচে অপরাজিত ছিল এবং নিয়মিতভাবেই দু'শোর বেশি রান তুলে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখছিল। সেই শক্তিশালী সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে এদিন মাত্র ১৬৫ রানে থামিয়ে দিল নাইটদের বোলিং আক্রমণ।

ম্যাচের শুরুতেই টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় হায়দরাবাদ। রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে তাদের এই সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক ছিল না। শুরুটাও খারাপ হয়নি। যদিও অভিষেক শর্মাকে দ্রুত ফিরিয়ে দেন কার্তিক ত্যাগী, কিন্তু ট্র্যাভিস হেড নিজের স্বভাবসিদ্ধ আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে থাকেন। মাত্র ২৮ বলে ৬১ রান করে তিনি নাইটদের বোলারদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। চার-ছক্কায় সাজানো সেই ইনিংসে কোনও বোলারই প্রথমদিকে তাঁকে থামাতে পারেননি। ঈশান কিষানও হেডকে ভালো সঙ্গ দেন। তিনি ২৯ বলে ৪২ রান করেন এবং মনে হচ্ছিল হায়দরাবাদ আরও একবার বড় স্কোরের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু ঠিক তখনই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন দুই স্পিনার; সুনীল নারিন ও বরুণ চক্রবর্তী। বরুণের ঘূর্ণিতে থামেন হেড, আর নারিন ফেরান ঈশানকে। এই দুই উইকেটেই হায়দরাবাদের ব্যাটিং লাইনআপে ধস নামায়।

এরপর আর কেউ দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারেননি। একের পর এক ব্যাটার দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। মাঝের ও শেষের দিকের ব্যাটাররা নারিন-বরুণের স্পিনের সামনে কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন। একসময় যেখানে দলের স্কোর ছিল দুই উইকেটে ১০৫, সেখান থেকে তারা গুটিয়ে যায় ১৬৫ রানে। বরুণ তিনটি উইকেট নেন, নারিন ও কার্তিক দু'টি করে উইকেট শিকার করেন। পাশাপাশি নারিন আইপিএলে নিজের দুশোতম উইকেটও পূর্ণ করেন, যা তাঁর দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতার প্রমাণ।

তুলনায় ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কলকাতা কোনও তাড়াহুড়ো করেনি। ফিন অ্যালেনের ঝোড়ো শুরুর পর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে ও তরুণ ব্যাটার অঙ্গকৃষ রঘুবংশী দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রান তুলতে থাকেন তাঁরা। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি না নিয়ে ধীরে ধীরে ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ফলে সাত উইকেট হাতে রেখেই সহজ জয় তুলে নেয় নাইটরা। এই জয়ের ফলে তাদের পয়েন্ট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল সাতে, যদিও লিগ তালিকায় তারা এখনও অষ্টম স্থানে রয়েছে। তবুও টানা তিনটি জয়ে দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে। সমর্থকেরাও আবার নতুন করে প্লে-অফের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। এমন পারফরম্যান্স বজায় রাখতে পারলে আগামী ম্যাচগুলোতেও নাইটদের কাছ থেকে একই রকম লড়াই আশা করা যায়।

শাস্তি কমল মিগুয়েলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য সুখবর। শাস্তি কমল ব্রাজিলিয়ান তারকা মিডফিল্ডার মিগুয়েল ফিগুয়েরার। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের আপিল কমিটি মিগুয়েলের দুই ম্যাচ নির্বাসনের শাস্তি এক ম্যাচে কমিয়েছে। তবে বেড়েছে আর্থিক জরিমানা। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে মিগুয়েলকে। পাশাপাশি মরশুমের শেষ পর্যন্ত নজরে থাকবেন মিগুয়েল। ইস্টবেঙ্গলের ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার মিগুয়েল ফিগুয়েরা বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে অসদাচরণের জন্য ইস্টবেঙ্গলের তারকা ফুটবলার মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে দুই ম্যাচের জন্য নির্বাসনের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এরপরই ইমামি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ম্যানেজমেন্ট আবেদন করেছিল ফেডারেশনের কাছে। ওড়িশা এফসি ও মুম্বই সিটি ম্যাচ খেলতে পারবেন না মিগুয়েল, তবে পর্যালোচনা করে এই শাস্তি কমিয়েছে ফেডারেশন।

পুনরায় দুই ম্যাচ নির্বাসনের জন্য সেদিনই রাতের মধ্যে ফেডারেশনের আপিল কমিটিতে আবেদন জানিয়েছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এর আগে ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকে মিগুয়েলের বিষয়টি শুনানি হয়। ক্লাবের হয়ে আইনজীবী উপস্থিত থেকে সমস্ত বক্তব্য পেশ করেছিলেন। জানা গিয়েছে, মিগুয়েলের পক্ষ থেকে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল কমিটির সামনে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

‘মনেরে আজ কহো যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।’

২০২৬-এর নির্বাচন বদলে দিল বঙ্গের ভোটদানের ছবি

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন শেষ পশ্চিমবঙ্গে। আজ ফলপ্রকাশ। এবারের এই বিধানসভা নির্বাচনে বংলার ফলপ্রাপ্তি বলতে বেশ অনেককিছুই। নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটে নারীদের ভোটের হার পুরুষদের ছাপিয়ে গেছে। ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় ভারতের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফা ভোট গ্রহণে ভোটের হার ছিল ৯১.৭৮ শতাংশ। তথ্য অনুযায়ী, এতে পুরুষ ভোটারদের হার ছিল ৯০.৯২ শতাংশ, নারী ভোটারদের হার ৯২.৬৯ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারদের হার ছিল ৫৬.৭৯ শতাংশ। আর দ্বিতীয় দফায় মহিলাদের ভোটদানের হার প্রায় ৯২.২৮ শতাংশ। আর পুরুষদের ভোটদানের হার প্রায় ৯১.০৭ শতাংশ। অর্থাত, দ্বিতীয় দফাতেও নারীরা পুরুষদের তুলনায় প্রায় ১.২১ শতাংশ বেশি ভোট দিয়েছেন। আর এমন এক ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই দলই রাজ্যে রেকর্ড সংখ্যক ভোট দান আর তারই সঙ্গে ভোটদানে দুই দফাতেই নারীদের পুরুষ ভোটাদের ছাপিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ‘ইতিবাচক’ বলে মনে করছে। এই নিয়ে দু’দলের যুক্তি এবং ব্যাখ্যা ভিন্ন হলেও তাদের দাবি মোটের উপর এক। পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা, বিশেষত নারীরা না কি তাদের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, পশ্চিমবঙ্গে ভোটের রাজনীতিতে নারী ভোটাররা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদেরও এক মত যে, নারী এবং মুসলিম ভোটব্যাংক জেতার ক্ষেত্রে ‘নির্ধারক ভূমিকা’ পালন করতে পারে। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানাচ্ছেন, বাংলার ভোটার তালিকার স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর ফলে গত দেড় দশকে পুরুষ ভোটারের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যায় যে আনুপাতিক বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, সেই ধারা ব্যহত হয়েছে।

তথ্য বলছে, এসআইআর-এর ঠিক আগে প্রতি ১,০০০ জন পুরুষ ভোটারে নারী ভোটারের সংখ্যা ছিল ৯৭০ জন। এরপর গত ১৬ ডিসেম্বর এসআইআর-এর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সেই অনুপাত কমে প্রতি ১০০০ পুরুষ ভোটারে নারী ভোটার দাঁড়ায় ৯৫৬ জন। এরপর ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় সেই অনুপাত আবার বেড়ে প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৬৪ জন নারী ভোটারে দাঁড়ায়। এরপর ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত একাধিক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। বহু নাম যোগ হয়েছে এবং নাম বাদও পড়েছে। তাই নারী ও পুরুষ ভোটারের সঠিক অনুপাতের হিসাব করা কঠিন।

বিশেষজ্ঞদের মতে গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে নারী ভোটের হার একটু একটু করে বাড়ছিল। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পুরুষ ভোটের হার ছিল ৮১.৩৭ শতাংশ এবং নারী ভোটের হার ছিল ৮১.৭৫ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে পুরুষ ভোটারদের হার ছিল ৭৮.২০ শতাংশ এবং নারী ভোটারদের হার ছিল ৮০.১৬ শতাংশ। আর এই প্রথম দফায় ভোট গ্রহণের ট্রেন্ড দেখে গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, রাজ্যে নারী নিরাপত্তা, দুর্নীতি, জীবিকা সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি ইস্যুর কথা মাথায় রেখে প্রথম দফায় পশ্চিমবঙ্গের নারীরা তাদের পক্ষে ইতিমধ্যে ভোট দিয়েছেন। উল্টোদিকে প্রথম দফার ভোট দেখে তার দলের জয় সম্পর্কে সমানভাবে নিশ্চিত হতে দেখা গেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ এও জানান, ‘প্রথম দফায় ভোট গ্রহণে নারীদের ভোট পুরুষদের ছাপিয়ে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভোটও রেকর্ড সংখ্যায় পড়েছে। কারণ এসআইআর নিয়ে নারী-পুরুষ সকলের মনেই চাপা উদ্বেগ আছে।’ পাশাপাশি তাঁরা এও জানান,

‘নারীরা বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছে মানে তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা মাথায় রেখে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে তেমন ভাবার এখনই কোনো কারণ নেই। কারণ এই রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়েও বারবার প্রশ্ন উঠেছে। আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় সরকারের বিরুদ্ধে নারীরা রাস্তায় নেমেছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে রাজ্য যেভাবে চলছে, যে সমস্যা রয়েছে সেগুলোও বড় বিষয়।’ শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে প্রথমবার ভোট দিচ্ছেন এমন তরুণীদের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। তার কথায়, ‘এই নারী ভোটারদের মধ্যে অনেকেই প্রথমবার ভোট দিচ্ছেন। তারা কার পক্ষে ভোট দেন সেটাও দেখার।’

বহুকাল পর এবারের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে কোনও প্রাণহানি ছাড়াই। রক্ত ঝরার ঘটনা প্রায় ঘটেনি বললেই হয়। অথচ, একটা সময় বাঙালি ভাবতে শুরু করেছিল, প্রাণহানি ছাড়া বাংলায় নির্বাচন ‘সোনার পাথর বাটি’ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে ২০২৬-এর নির্বাচনে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবারের ভোটে এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা এই ভোটকে একেবারেই অন্যরকম মাত্রা দিয়েছে। যেমন, প্রথম দফায় যে ১৫২টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে, তার কোথাও পুনর্নির্বাচন করাতে হয়নি। অথচ, পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য পরিচিত। বিশেষ করে নির্বাচনী সহিংসতা বজায় থাকতে দেখা গেছে সব দলের শাসনকালেই। এছাড়াও ভোটের সময় বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, রাজনৈতিক খুনখারাপি, ভয় দেখিয়ে ভোট দিতে যেতে বাধা দেওয়া, যেখানে যে দলের প্রভাব বেশি সেখানে অন্য দলের পোলিং এজেন্টকে বসতে না দেওয়া এগুলো কার্যত পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।সেই জায়গায় রাজ্যে এবারের ভোট হয়েছে একেবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে , দুই দফার ভোটগ্রহণে গোটা রাজ্যে একটিও সহিংসতাজনিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি, বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘাত ছাড়া খুব বড় কোনো গন্ডগোলেরও খবর নেই।

এমনকী দ্বিতীয় দফার ১৪২টি আসনের ক্ষেত্রে সামান্য কয়েকটি বুথে অভিযোগ ওঠার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুটি বিধানসভা আসনের ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা হয় ফলতাতেও।

শুধু তাই নয়, প্রচারে এসে বঙ্গে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও। যখন দেশের কোনো প্রান্তে নির্বাচনী প্রচারণায় যান, রাতে রাজধানী দিল্লিতে ফিরে আসাটাই তার রেওয়াজ।কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচনের সময় তিনি কলকাতার রাজ্যপাল নিবাসে একাধিকবার রাত্রিযাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, জনসংযোগ রক্ষার্থে তাঁকে ভোরবেলায় যেতে দেখা গেছে কলকাতার গঙ্গার ঘাটেও। সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, গঙ্গাবক্ষে ক্যামেরা হাতে নৌবিহারও বাদ দেননি। এর পাশাপাশি উত্তর কলকাতার রাজপথে বা কলকাতা-সংলগ্ন হাওড়ার সরু রাস্তাতেও একের পর এক রোড শো করেছেন, আমজনতার হাতের নাগালে এসে ধরা দিয়েছেন। এমন কী, বিজেপি জিতলে শপথ গ্রহণে নিজে আসবেন বলেও ঘোষণা করে গেছেন। পাশাপাশি মোদীর ক্যাবিনেটে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সদস্য অমিত শাহকেও দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে দেখেছেন বঙ্গের আমজনতা। রাজ্য জুড়ে একটার পর একটা সভায় ভাষণ দিয়েছেন। বিরোধীরা যখন অভিযোগ করেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সব কাজ ফেলে কেন ভোটের প্রচারে কলকাতায়, অমিত শাহ তাতে আমলই দেননি।নরেন্দ্র মোদীর বর্তমান মেয়াদেই বিজেপি যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখলে কতটা মরিয়া, তা বোধহয় এই ছবিগুলো থেকেই স্পষ্ট। এবারের নির্বাচনকে বিজেপি এই স্বপ্নপূরণেরই সেরা সুযোগ হিসেবে দেখছে। আর সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নরেন্দ্র মোদীকেও বলতে শোনা গেছে রাজ্যের সবগুলো আসনে ‘আমিই প্রার্থী’ বলেও। ২০২৬-এর নির্বাচনে সামনে এসেছে বাঙালি অস্মিতা ইস্যুও। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে সেই রাজ্যের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস বরাবরই একটি আলোচিত নির্বাচনী ইস্যু। এক একটি রাজ্যে এক এক সময় তা নিয়ে বহু বিতর্কও হয়েছে। তবে ২০২৬-এ এই ‘বাঙালিয়ানা’র সংস্কৃতি যেভাবে ভোটের রাজনীতিতে প্রভাবিত করে চলেছে, তেমনটা বোধহয় আর কোনও রাজ্যেই কখনো হয়নি। এর একটা বড় কারণ, ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস চিরকাল নিজেদের ‘বাঙলা ও বাঙালির দল’ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছে, দাবি করেছে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তারাই সবচেয়ে উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তি। যার জেরে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে বঙ্গ রাজনীতিতে এক বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ‘বঙ্গ অস্মিতা’। বাঙালির সংস্কৃতি রক্ষার বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনায় এত গুরুত্ব পাওয়ার কারণেই ‘অস্মিতা’ শব্দটি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এখন বহুল ব্যবহৃত, যেটি এক সময় গুজরাটের নিজস্ব গর্ব বা সংস্কৃতিকে বোঝাতে নরেন্দ্র মোদী খুব ব্যবহার করতেন।

এদিকে ভুলে গেলে চলবে না, ২০২১-র নির্বাচনে তাদের প্রধান স্লোগানই ছিল, ‘বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়’। আর এই স্লোগান যেন নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে। এর পাশাপাশি ২০২৬-এর নির্বাচনের আগেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশি সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের হেনস্থার ঘটনাতেও তারা ‘বাঙালি বিপন্ন’ বলে আওয়াজ তুলেছে।উল্টোদিকে বিজেপিকে বাংলার মাটিতে লড়তে হচ্ছে এমন একটা ধারণার সঙ্গে, যে তারা আসলে গোবলয়ের দল। বাঙালিয়ানার সঙ্গে যে দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো মিল নেই। এমনকী বিজেপি তথা জনসঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যে পশ্চিমবঙ্গেরই ছিলেন, সেই যুক্তি দিয়েও বিজেপিকে রাজ্যে পায়ের তলায় জমি পেতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।আর এই ‘বাঙালি অস্মিতা’ ২০২৬-এ ভোটের ময়দানে এতটা গুরুত্ব পেয়েছে বলেই কলকাতায় একজন বিজেপি প্রার্থীকে মাছ হাতে ঝুলিয়ে প্রচারে বেরোতে দেখা গেছে কিংবা স্মৃতি ইরানির মতো বিজেপি নেত্রীকে এসে গর্ব করে বলতে হয়েছে, ‘আমি বাংলার বাগচীবাড়ির মেয়ে, মাছের কাঁটা বেছে খেতে জানি।’ উল্টোদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে তো বটেই, তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়সহ দলের অন্য নেতানেত্রীরাও একের পর এক সভায় দাবি করেন, বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এলে বাঙালির পাতে মাছ-মাংস ওঠা বন্ধ হবে, তখন নিরামিষ খেয়েই বাঁচতে হবে। পাশাপাশি তাঁরা এও মনে করিয়ে দেন, হিন্দি বলয়ের মতো নামের শেষে ‘জী’ বলে সম্বোধন করাটা বাঙালির সংস্কৃতি নয় সেটাও। তবে এখন শুধুই অপেক্ষা, বাঙালি কী চায়।